

R-1501

ভীমসিংহ।

মহাকবি সেকন্দরিয়ার প্রণীত ওখেলোর

মহাকাব্য।

শ্রীতারিণী চরণ পাল

প্রণীত।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

পিপলুম ফ্রেণ্ড যন্ত্র

৪৩ নং চুনাগলি।

১২৮১ সাল।

মূল্য বার আনা।

প্রকাশকের অনুমতি বিনা কেহ এ পুস্তক অভিনয় করিতে পারিবেক না।



৪৫৬

৪৫৬ ৮৫৩৮

২২.৪.৭৪

৮/৮/৪৩৭৪

৮/৮/৪৩৭৪

ভীমসিংহ।

নহাকবি সেক্সপিয়ার প্রণীত ওথেলোর
মহানুবাদ।

শ্রীতারিণী চরণ পাল
প্রণীত।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

পিপলস্ ক্রেণ্ড বক্স

৪৩ নং চুনাগলি।

১২৮১ সাল।

ভূমিকা।

প্রথমে সাহিত্য কাননের একটী অত্যাংকুষ্ঠে পুষ্প।
প্রথম সকল ভাষাতেই ইহার অনুবাদ হইয়াছে। কিন্তু এ
পদ্যান্ত বঙ্গভাষায় কেহ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই
নাথবা, বামনের চন্দ্র স্পর্শে ন্যায়, আমি এ দুরূহ ভাষায়
ব্রতী হইয়াছি। অনুবাদে কতদূর কৃতকাব্য হইয়াছি বলা
নাযায়। সাহিত্যানুবাদগোমনালোচক মহোদয়গণ বিচার
বিবেচনা।

পরিশেষে বল্লেখ্য — শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী ও
শ্রীযুক্ত বাবু কিরণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, বিশেষ যত্ন
ও পাবিত্র্যের সহিত, গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া
দিয়াছেন।

নাটকপ্রিয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে
এই পুস্তক উপহার প্রদান করিয়া নিশ্চিত
হইলাম।

শ্রীতারিণী চরণ পাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

— ৪৫ —

দেবদাস অনেক প্রধান ব্যক্তিসহ যত ।

বিশ্বক দেবদাসের বৈমাত্র ভ্রাতৃ ।

প্রিয়সিংহ প্রধান সেনাপতি ।

চন্দ্রনাথ প্রিয়সিংহের সহকারী ।

ভৈরবসিংহ তদায় কক্ষীচাৰী ।

শঙ্করদাস জয়ন্তির পূৰ্বদ শাসন কর ।

শশাঙ্কেশ্বর জয়ন্তির জনৈক অনুচর ।

কর্ণলতা দেবদাসের কন্যা ।

সরমা ভৈরবসিংহের স্ত্রী ।

বিনোদিনী

রাজা অন্যান্য সমাসদগণ নাগরিক প্রভৃতি ।

ভীমসিংহ ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

রাজপথ ।

শশীশেখর বর্ষ্মণ ও ভৈরব সিংহের প্রবেশ ।

শশী । আচ্ছা ভাই ! তবে তুমি সেনাপতিকে ঘৃণা কর কেন ?

ভৈরব । নরককে কেনা ঘৃণা করে ? এই জয়ন্তি নগরের তিন জন প্রধান লোক আমার জন্ম বৎসরোনার্ত্তি অনুরোধ কল্লেন, তা কিছুতেই নয়, শেষে কর্ম দেওয়া হল কিনা চন্দ্রনাথকে, অ্যা চন্দ্রনাথ ! চন্দ্রনাথ আমার কত্তে বড় হ'ল, হাঃ অদৃষ্ট ! যে ঠিক দিতে ভুলে, রক্ত দেখলে মুচ্ছা যায়, তাকে ভুলে দেওয়া হ'ল, আর আমি বেটা প্রাণপণে খেটে মরেও মন পেলেন না । অ্যা আমাকে সহকারী না কবে চন্দ্রনাথকে সেই কর্ম দেওয়া হ'ল, উঃ ! (বিকট বদনে পৃথ্বী পৃষ্ঠে পদাঘাত)

শশী । আমি হলে কখনইত এ অপমান সহ্য কর্তেমনা ।

ভৈরব । অগত্যা করি, চাকরির দশাই এই । উপায় নাই, এখন কি আর সে কাল আছে যে কেবল বিছা বুদ্ধির জোরে লোকের পদবুদ্ধি হবে ? মুরবির জোর থাকে, উপর ওয়ালার মন যোগাতে পার তা হ'লেই অল্প কালের মধ্যেই এক জন মাত্র গণ্য লোক হ'য়ে দাঁড়াবে । লোক কথায় বলে “ঠক বাছুতে গাঁ ওজোড়” কটা লোক

আপনার পদের উপযুক্ত হে ? একি সামান্য অত্যাচার ? কে সহ্য কর্তে পারে ? এতে মরা মানুষের ও রাগ হয় ।

শশী । তবে চাকরি ছেড়ে দাওনা কেন ?

ভৈরব । অগ্নি ছাড়ব ! এর শোধ না নিয়ে ছাড়ব ? এখন তার অনুগত হয়ে থাকব, সময় পেলেই দংশন করবো ; মিত্রতা রেখে শত্রুতা করবো । আমি অত্যাচারি “বিষকুন্তঃ পয়োমুখঃ” হ’লেম । দাদা ! এক দিন সে গাদাকে জানাব যে, স্বর্ণকলমে বিষ এবং কুসুমের ও কীট থাকতে পারে ।

শশী । যা হ’ক, সেনাপতির সার্থক জীবন বলতে হবে !

ভৈরব । এই না দেবদাসের বাটী ? দরজায় যা দাও, ডাক, ব্যাটাকে জাগিয়ে দাও, ব্যাটার ঘুম ভাঙ্গিয়া চেতনা জন্মে দাও, ব্যাটার দুধের বাটীতে বালী দাও, “যেমন কর্ম তেন্নি ফল” তোমার কথ্য দান কর্তে চায় না । এখন বেস হয়েছে ।

শশী । কর্তা বাড়ীতে আছেন ? ও কর্তা ? ওগো মশাই ?

ভৈরব । বাড়ীতে কে আছে ? ও দেবদাস ! ও দেবদাস ! মর—মিন্বে যেন মরে রয়েছে । বলি ও দেবদাস ! তোমার কথ্য কোথায় ? তোমার সর্বনাশ হয়েছে, তোমার কুলমান সব গেল ।

(গবাক্ষে দেবদাসের আগমন)

দেব । কি ? হয়েছে কি ? এত গোলযোগ কিসের ? কে ডাকছে হে ? এত রাত্তিরে কিসের দরকার ?

শশী । আপনার আত্মীয় স্বজন সকলে বাড়ীতে আছে ?

ভৈরব । আপনার দরজা গুলো ত খোলা নাই ?

শশী । আপনার কথ্য বাড়ীতে আছে ?

দেব । কেন কি হয়েছে ? এমন কথা জিজ্ঞাসা ক’চ্ছ কেন ?

ভৈরব । আর দেখছেন কি, আপনার সেই নধর ধবল নৈ বাছুরটী দড়ি ছিঁড়ে একটা কৃষ্ণকায় বলদের সঙ্গে জুটেছে ; এখন শীত্রই আপনাকে দৌহিত্রের মুখ দেখতে হবে ।

দেব। আমর বেটা পাজি! তোর কি আমায় দেখে একটু ভয় হ'ল না? পাগল হয়েছিন্ না কি?

শশী। মশাই কি আমার স্বর চিন্তে পাচ্ছে'ন না?

দেব। না, তুই কে? কোথা থেকে এসেছিন্?

শশী। আমার নাম শশীশেখব।

দেব। দূর হঃ বেটা। দূর হঃ বেটা নচ্ছাব, পাজি আমি না তোকে বার বার আমার বাড়ীর ত্রিগীমায় আস্তে নিষেধ করেছি। তবু তুই এসে আমায় ত্যক্ত ক'চ্ছিন্? তোকে ত আমি বলেছি—প্রাণান্তেও তোকে কত্যা দান ক'র'ব না। তাই বুঝি তুই এখন উন্মত্ত হয়ে, এত রাত্রে আমায় জ্বালাতন ক'র্তে এসেছিন্! আচ্ছা থাক, এর সমুচিত শাস্তি পাবি। আমি এক জন হেঁজি পোঁজি লোক নই, তা তুই জানিন্! আমার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, কাল সকালেই এর সমুচিত শাস্তি দেব।

শশী। মশাই শান্ত হ'ন, আমাকে অত্যাচার তিরস্কার ক'চ্ছে'ন।

দেব। তুই চোরের ভয় দেখাম্ কি? এ অবস্থি নগর—অবাজক স্থান নয়, আমি বনে বাস করি না।

ভৈরব। মশাই আপনি কি প্রকার লোক? আপনার যে দেখতে পাই কিছু মাত্র কাণ্ড জ্ঞান নাই। ইনি কোথা আপনার উপকার ক'র্তে এলেন, আর আপনি কিনা এঁরে যাচ্ছেতাই বলছেন। কলিতে কি কারো ভাল ক'র্তে নেই!

দেব। তুমি কে হে বাপু, এখানে মধ্যস্থ হতে এসেছ? যাও আর উপদেশ দিতে হবে না।

ভৈরব। মশাই! আমি ভাল বই মন্দ ক'র্তে আসিনি। সেনাপতি মশাই আপনার স্বর্গলতাকে হরণ করে লয়ে গেছেন। আমরা কেবল সেই সংবাদটা দিতে এসেছি।

দেব। আচ্ছা! তোরা থাক—কাল প্রাতে এর সমুচিত শাস্তি বিধান হবে তবে জলগ্রহণ কর্বো—দেখ'ব বিচার স্থলে তোরা কি উত্তর দিন্।

শশী। সেখানে যে জবাব দিতে হবে, তা পরে বিবেচনা করবো,

এখন যা বলতে এসেছি তা শোন। এই দুশর রাতে স্বর্ণলতা যে এক জন মারহাট্টার অনুগামিনী হয়েছে, এটা কি আপনার অভিপ্রেত ? আর তা না হ'লে আপনি আমাদিগকে অনর্থক তিরস্কার করবেন কেন ?

দেব। ওরে আমার সর্বনাশ হয়েছে রে ! ও লছমন্ ! লছমন্ ওরে তোরা ওঠরে, আমার সর্বনাশ হয়েছে, কুলমান সব গেছে। ওবে তোরা ওঠরে ! আলো জ্বাল। হা হতভাগিনি ! তোর মনে এই ছিল !—আমব্ ব্যাটারা মরে য়ুমুচ্ছে না কি ?

[প্রস্থান।]

ভৈরব। আমি তবে অগ্রসর হই। তুমি দেবদাসকে লয়ে বরাবর সপ্তমশিবির সম্মুখে যেও, সেখানে আমার সাক্ষাৎ পাবে, আমি সেনাপতির সঙ্গেই থাকুবো।

[প্রস্থান।]

(দেবদাস ও ভৃত্যগণের মসাল লইয়া প্রবেশ।)

দেব। অঁা ! তাইত, সত্য যে গেছে দেখতে পাই। হা পাপীয়সি ! তোর মনে এই ছিল ? হাঃ ! আমার মান সত্ত্বম সব খেলি ? (শশীর প্রতি) তাদেব কি বিবাহ হয়েছে ? অঁা ?

শশী। হয়েছে বৈ কি।

দেব। হায় ! আমার এত যত্নের মুক্তামালা বানরের হস্তে পতিত হ'ল !! অঁা, তারা কোথায় আছে ? কোন্‌দিকে গেলে দেখতে পাব ? বাবা, আমি না বুঝে তোমায় অনেক তিরস্কার করেছি ; অনেক রুঢ় কথা ব'লেছি, কিছু মনে করনা। হাঃ কুলকলঙ্গিনি ! হাঃ হতভাগিনি ! এই কি তোর লজ্জা ? এই কি তোর পিতৃভক্তি ? কোন কালে কত্নাকে কেহ যেন বিশ্বাস না করে। কে বলে অবলা সরলা ? এরা ভয়ঙ্করী বিষধরী। সে মারহাট্টা বেটারই বা বুকের পাটা কি ? আমার কত্নাকে নিয়ে গেল, ব্যাটা কি আমাকে চেনেনা ! আমি কি অপ্পে ছাড়ব ? এখন ধরতে পাঙ্গে হয়।—

শশী। মশাই! যদি উপযুক্ত লোক জন নিয়ে আমার সঙ্গে যান,
তা হলে এখনি ধ'রতে পারবেন।

দেব। (ভৃত্যদের প্রতি) ওরে দেখ! তোরা কোটালকে খবর দে,
আর অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আয়। আমার সর্বনাশ হ'য়েছে; কুলমান সব
গেছে! চল বাবা চল।

শশী। এই দিকে আসুন।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

(ভীমসিংহ ও ভৈরবের প্রবেশ।)

ভৈরব। আপনি যদি তার কন্যাকে যথার্থ বিবাহ ক'রে থাকেন, তা
হ'লে কি দুর্দটনাই না ঘটবে! রাজসভায় তার যথেষ্ট সম্মান আছেঃ—

ভীম। দেখ ভৈরব, তুমি কিছু মাত্র ভয় ক'র'না, আমি অত্যা-
কাজ করিনি যে তিনি আমাকে দণ্ড দিবেন—বংশমর্যাদায় ও আমি
নিতান্ত হীন নই। ক্ষত্রিয়েরা কখনও নিজমুখে আত্মপরিচয় প্রদান করেন
না, সেই জন্তই মহারাজ এত দিন আমার পরিচয় পান নাই। এখন না
হয় পরিচয় দিলে স্বর্ণলতাকে লাভ ক'র্বে।। স্বর্ণলতাকে আমি প্রাণা-
পেক্ষা ভাল বাসি; স্বর্ণলতাও আমাকে যার পর নাই ভাল বাসে।
ওদিকে কিসের আলো হে?

ভৈরব। বোধ করি দেবদাস আপনার অনুসন্ধানে আস্ছে;—
আপনি সরে দাঁড়ান।

ভীম। না—না—তা হ'লে আমার যশ মান সকলই কলঙ্কিত
হবে।—তারাই আস্ছে না কি?

ভৈরব। মা কালী কখন তারা যেন না আসে।

ভীম। এ যে দেখছি আমাদেরই চন্দ্রনাথ।

(চন্দ্রনাথ ও কতিপয় সৈনিকের মসাল লইয়া প্রবেশ)

চন্দ্র। নমঃস্বার!

ভীম। এত রাতে কি সংবাদ চন্দ্রনাথ?

চন্দ্র। মহারাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন। তিনি আপনার অনুসন্ধানে স্থানে স্থানে লোক প্রেরণ করেছেন।

ভীম। অকস্মাৎ এত রাতে মহারাজ আমাকে কি জ্ঞাত আহ্বান করলেন?

চন্দ্র। বোধ করি জয়ন্তি হ'তে কোন সংবাদ এসে থাকবে।

ভীম। তবে চল যাওয়া যাক—তুমি ভাই একটু দাঁড়াও আমি একবার বাড়ী থেকে আসি।

[প্রস্থান।]

চন্দ্র। ভৈরব। সেনাপতি মশাই এখানে কি কচ্ছিলেন হে?

ভৈরব। আর মশাই—তিনি এখন সাপের মাথার মণি এনেছেন; নির্ঝিয়ে ভোগ কর্তে পাশে হয়।

চন্দ্র। তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পার্লাম না।

ভৈরব। সেনাপতি মশায়ের বিবাহ হয়েছে।

চন্দ্র। কার সঙ্গে হে?

ভৈরব। এই—

(ভীমসিংহের পুনঃ প্রবেশ)

তবে আসুন মশাই।

ভীম। হাঁ তবে তুমিও চল।

ভৈরব। যে আজ্ঞা চলুন—আবার বুঝি কে আপনাকে খুঁজতে আসছে। মশাই ঐ বুঝি দেবদাস আস্চে আপনি সাবধান হ'ন।

ভীম। তোমরা সব এই দিকে দাঁড়াও।

(দেবদাস, শশী শেখর ও অনুচরবর্গের প্রবেশ)

শশী । মশাই এই সেই পাপাত্মা ।

দেব । ধর ব্যাটাকে ধর—বাঁধ ব্যাটাকে বাঁধ, ব্যাটা চোর—

(তরবারি নিক্ষেপন)

ভীম । মিথ্যা বিবাদে আবশ্যক নাই; (দেবদাসের প্রতি) মশাই আপনি যদি আমাদের কথায় বাঁধতে পারেন, তবে অস্ত্রের আবশ্যক কি ?

দেব । আঃ পাপাত্মা ! আমি তোঁর কি ক'রেছিলাম, যে তুই আমার নিষ্কলঙ্ক কুলে কালি দিলি । এই কি তোঁর বীরোচিত কর্ম্ম ? এই কি তোঁর ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ? আমি তোকে ভাল বলে জানতাম, পুত্রের স্থায় স্নেহ কর্ত্তেম, তুই আমার সর্ব্বনাশ ক'বলি ! পালিত কাল ভুজঙ্গের স্থায় বক্ষে দংশন ক'বলি ? আমি নিশ্চয় বলতে পারি, তুই তাকে গুণ ক'রেছিস ! যে একলা কখন দরজায় পা দিতনা, তার কি কখন এমন সাহস হতে পারে ? (ভৃত্যবর্গের প্রতি) তোঁবা যে সব হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি—বাঁধনা—ব্যাটাকে বাঁধনারে—নিয়ে চল বেটাকে কারাগারে নিয়ে চল ।

ভীম । বাঁধতে হবেনা, আমি আপনাই যাক্টি—কোথা যেতে হবে বলুন । কিন্তু মহারাজ যে আমাকে আহ্বান করেছেন তার কি হবে ?

চন্দ্র । হাঁ মশাই, মহারাজ এক্ষণে একে গুপ্ত সভাগৃহে আহ্বান করেছেন । আমি বিবেচনা করি, হয়ত রাজদূত আপনাকেও ডাক্তে গিয়েছে ।

দেব । আচ্ছা বেস হ'য়েছে তবে এখন সকলে সেই খানেই চল—অতুই এর বিচার হবে—দোষ সামান্য নয়—মহারাজ অবশ্যই এর বিচার ক'রবেন ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য।

সভাগৃহ।

রাজা ও সভাসদ্বর্গ আসীন।

রাজা। কোন বিষয়ই ঠিক জানা যাচ্ছে না—

১ সভা। আমি সংবাদ পেয়েছি, একশত সত্তর খানি রণতরী এদিকে আসছে।

২ সভা। আমি সংবাদ পেয়েছি, দুইশত খানি। সে যা হ'ক যদিও সংখ্যার স্থিরতা নাই, তথাপি এ নিশ্চয় যে, যবনেরা উড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

রাজা। দূত সংবাদ এনেছে যে তারা শীঘ্রই অবন্তি আক্রমণ করবে।

২ সভা। এই যে এঁরাও এসে উপস্থিত হলেন।

(দেবদাস, ভীমসিংহ, চন্দ্রনাথ, ভৈরবসিংহ ও

শশী শেখরের প্রবেশ)

রাজা। সেনাপতি! তোমাকে শীঘ্রই যুদ্ধে যাত্রা কর্তে হবে। যবনেরা অবন্তি আক্রমণের উদ্যোগ করছে। (দেবদাসের প্রতি) আস্তে আজ্ঞা হয় মশাই! আমরা আপনার অপেক্ষায় রয়েছি।

দেব। এ দাসও আপনার বিচার প্রার্থনায় এসেছে। হায়! আমার কপালে এই ছিল! আমার কুলগর্ব খর্ব হ'ল—আমার মৃত্যু হ'লনা কেন?

রাজা। (সত্রাসে) কেন, কেন, কি হয়েছে? ব্যাপার কি?

দেব। হায়! স্বর্ণলতা! আমার কুললক্ষ্মী স্বর্ণলতা!! আমার এত যত্নের স্বর্ণলতা!!!

সভা। কি হ'য়েছে ? তার কোন অমঙ্গল ঘটে নাই ত ?

দেব। মহারাজ, আমার সর্বনাশ হ'য়েছে !! আমার কুললক্ষ্মী স্বর্ণলতাকে গুণ ক'রেছে—হরণ ক'রেছে—আমার নিম্নলঙ্ক কুলে কালি দিয়েছে !!!

রাজ। এত বড় স্পর্ধা, মহাশয়ের কথাকে হরণ করে ! কে সে পাপাত্মা ? নিশ্চয়ই তার প্রাণ দণ্ড হবে ! এমন কি, আমার আয়ুজ্ঞও এ বিষয়ে ক্ষমা পাত্র নয় ।

দেব। মহাবাজ, সর্বমঙ্গল। আপনার মঙ্গল করুন--রাজলক্ষ্মী অচলা থাকুন। মহারাজের ত্রায়বিচারে আমি যার পর নাই অর্থী হ'লেম। মহারাজ, আপনার সেনাপতি এই ভীমসিংহ--এই বাহুর আমার স্বর্ণলতাকে হরণ ক'রেছে ।

সভা। আমরা শুনে দুঃখিত হ'লেম যে সেনাপতিব এমন কাজ !

রাজ। ভীমসিংহ, তোমার এ বিষয়ে কিছু বলবার আছে ?

দেব। ও আবার বলবে কি ?

ভীম।—

মহারাজ, অন্নদাতা, ধর্ম-অবতার !

সত্য আমি হরিয়াছি, ইহার ছুহিতা ।

সত্য আমি করিয়াছি বিবাহ তাহার

যথা বেদ বিধি—এই মম অপরাধ ।

জানিনা চাতুরি দেব ! বাক্যের কৌশল,

কর্ণবিমোহন চারু বিচিত্র বচন ;

আজীবন যুদ্ধব্রতে ব্রতী নরনাথ !

ভাষার লালিত্য আমি জানিব কেমনে ?

সপ্ত বর্ষ ত্যাগ করি স্ত্রুজন্মভূমি

পরিহরি পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন

কেবল নিযুক্ত যুদ্ধে আছি এত দিন,
 কাটায়েছি কাল শুধু সেনা সহবাসে ;
 জানিনা এ পৃথিবীর কোন সমাচার
 রণ বিনা, তবে আমি সংসারির মত
 কেমনে করিব আত্মপক্ষ সমর্থন ?
 যাহ'ক করুণা-কণা করি বিতরণ,
 আমার বক্তব্য দেব শুনিয়া শ্রবণে,
 করুন বিচার—কোন্ যাছু-বলে, কিম্বা
 কোন্ দ্রব্য-গুণে, লভিয়াছি স্বর্ণলতা,
 এক মাত্র প্রাণসমা তনয়া ইহাঁর ।

দেব । মহারাজ ! যে কত্ম আপনার ছায়া দেখে লজ্জিতা হয়,
 যে মূর্তিমতী লজ্জা স্বরূপা ; সে কি কখন কুল মান, লোকলজ্জা, ধর্মভয়
 পরিত্যাগ কর্তে পারে ? আমি নিশ্চয় বলতে পারি, আপনার
 সেনানী আমার কত্মকে গুণ করেছে । তা নইলে সে স্বজাতীয় সুন্দর
 যুবকদিগকে উপেক্ষা করে এই কদাকার মারহাট্টাকে কেন অবলম্বন
 কর্বে ?

রাজা । যে পর্যাস্ত সেনাপতির বিপক্ষে অত্ন কোন প্রমাণ না
 পাওয়া যায়, তত ক্ষণ কোন দণ্ড বিধানই হতে পারেনা । মহাশয়ের
 আর কোন প্রমাণ আছে ?

১ সভা । সেনাপতি, তুমি কি কোন অসৎ উপায়ে ইহাঁর কত্মকে
 বঞ্চনা করে নিয়ে গেছ—না—সে যথার্থই তোমার গুণের পক্ষপাতিনী
 হয়ে তোমার অনুগামিনী হয়েছে ?

ভীম ।—

আমার প্রার্থনা দেব ! আনাইয়া তায়,
 তার নিজ মুখে এই সভার সমক্ষে,

শুনি সব বিবরণ, করি স্থবিচার,
যে দণ্ড এ দাসে দেব দিবেন আপনি,
দণ্ডবৎ হ'য়ে তাহা করিব গ্রহণ ।

রাজা । ভাল স্বর্ণলতাকে এখানে আনাও ।

ভীম ।——

ভৈরব ! এখনি যাও, লয়ে এস তায় ।

[ভৈরবের প্রস্থান ।

যতক্ষণ স্বর্ণলতা না আসে এখানে,
ততক্ষণ নরপতি, অনুমতি হ'লে
যে কৌশলে, যাত্নুবলে, লভিয়াছি তায়
আদ্যোপান্ত সমুদায় নিবেদি চরণে ।

রাজা । আচ্ছা বল ।

ভীম ।——

পৃজ্য-পাদ দেবদাস ধার্মিক-প্রধান,
জিজ্ঞাসিয়া শুনিতেন, মহা কুতূহলে,
জীবন কাহিনী মম, বাল্যকাল হ'তে—
কত যুদ্ধ, অবরোধ, ভাগ্য-বিপ্লবের
স্রোতে ভাসিয়াছি অবিরাম ; কত কষ্ট,
বিপদ, সম্পদ, কত আহ্লাদ বিষাদ,—
করিয়াছি ভোগ, বার বার এই দেহে ।
ভ্রমিয়াছি কত শত, কান্তার, প্রান্তর,
তৃণহীন, মিকতাসঞ্চিত মরুভূমি—
কত হইয়াছি পার, সদা-গতি যথা
সদা বহে, দহে জীবকুলে বহি সম ।

ভ্রামিতে ভ্রমিতে কত, কালান্তক সম
 কাল করাল কেশরী করেছি নিধন ।
 কত ভীমকায় বোদ্ধ-সহ যুঝিয়াছি ।
 সন্মুখায় বিবরণ করিয়া বর্ণন,
 ভূমিতাম শ্রোতৃগণে ভাসাতাম সবে,
 অদ্ব্যত বিশ্বয় রসে—শোক ছুঁথ শ্রোতে ।
 কমল-কলিকা সমা কোমল-হৃদয়া
 দর্শনতা, সে সকল শুনি, মম ছুঁথে,
 করিতেন অশ্রুপাত দীর্ঘশ্বাস সহ
 হুঁয়ে বিম্বাদিনী । অবশেষে অবসর
 বুঝি এক দিন, গোপনে আমারে বলে,
 সরল হৃদয়ে সরল-হৃদয়া শশীমুখী—
 কেন হায় ! কেন তব জীবন কাহিনী
 শুনেছিছু, তাই এবে হারানু হৃদয়;
 চির দার্সী হই তব ওহে বীর বর !
 যদি তুমি, যদি কেহ প্রাণের বান্ধব
 থাকে তব এ জগতে, ভাল বাসে যেবা
 আমারে অন্তরে সদা, শিখাও তাহারে
 মানস মোহিনী তব জীবনী বলিতে
 তোমার সমান, এই পাগলিনী কানে,
 বাঁধি মোরে আজীবন পরিণয় পাশে ।
 (স্বর্ণলতা ও ভৈরবের প্রবেশ)

দেব । মহারাজ ! এই স্বর্ণলতা উপস্থিত । আপনি জিজ্ঞাসা করুন—
 (স্বর্ণলতার প্রতি) এস মা এস ! ভয় নাই, সব কথা খুলে বল ।

স্বর্ণ। পিতা আমার ক্ষমা করুন, আমার বলবাব আর কিছুই নাই। আপনি আমার জনক, প্রতিকালক, পরম গুরু। কিন্তু এক্ষণে ইনি আমার স্বামী, আমার রক্ষক—আপনারা উভয়েই আমার পরম গুরু। আমার মাতা আপনাদের প্রতি যেমন ভক্তিমতী ছিলেন; এক্ষণে হাঁহার প্রতি তদ্রূপ শ্রদ্ধা করা আমার অবশ্য কর্তব্য।

দেব। আর কথায় কাজ নাই। মহারাজ! আমার মনে আশা ছিল যে, এই এক মাত্র কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রের সমর্পণ করে—তাকেই উত্তরাধিকারী করে সুখী হব, কিন্তু আমার অদৃষ্টে বা ছিল—তা ঘটলো—এমন কন্যা হওয়া অপেক্ষা না হওয়াই ভাল। ভীমসিংহ, আমি এখন তোমাকে অনিচ্ছায় স্বর্ণলতা সমর্পণ করলেম—দেখ যেন তোমার প্রতি ও অবিশ্বাসিনী না হয়।

রাজা। তা বেম হ'য়েছে—মহাশয়, আর দুঃখ করবেন না—স্ত্রীলোকেরা মনোমত স্বামীকে বরণ করে—এ অতি সুখের বিষয়। সেনাপতিও স্বর্ণলতার অযোগ্য পাত্র নয়—আর আপনার মত লোকের রূপ অপেক্ষা গুণের প্রতিই দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

১ম সভা। দেখ ভীমসিংহ, অবন্তির শাসন কর্তা রণকুশল ও সুদক্ষ বটে, তথাপি তোমাকে মোগলদিগের আক্রমণের প্রতিবিধানের নিমিত্ত তথায় গমন কর্তে হবে।

রাজা। হাঁ, আজই তুমি যাত্রা কর।

ভীম। আপনার আদেশ আমার শীবোধার্য্য, সমব শয্যা আমার সকল শয্যা অপেক্ষা সুকোমল—কিন্তু স্বর্ণলতাকে কোথা রেখে বাই।

রাজা। কেন, তোমার অনুমতি হ'লে স্বর্ণলতা পিতৃ-গৃহেই অবস্থান করতে পাবে।

দেব। না মহারাজ, আমি রাখব না।

ভীম। আমিও রেখে যেতে ইচ্ছা করিনা।

স্বর্ণ। আমারও থাকতে ইচ্ছা নাই, কেননা—আমায় দেখে পিতার ক্রোধ, শোক, বিরক্তি আরও বৃদ্ধি হ'তে পারে; অনুমতি হ'লে আমিও সেখানে বাই।

ভীম। মহারাজ, স্বর্ণলতার অভিলাষ পূর্ণ করুন। আপনি এরূপ বিবেচনা করবেন না যে, উনি আমার সঙ্গে থাকলে, এ দাস কর্তব্যসাধনে অবহেলা করবে।

রাজা। যা ভাল বিবেচনা কর, তাই করো। কিন্তু অজুই যেন অবস্থি যাত্রা করা হয়। (দেবদাসের প্রতি) মহাশয়, আপনার জামাতা অনেক গুণে গুণী, পুরুষের রূপ অপেক্ষা গুণই বিশেষ আদরনীয়।

[রাজা ও সভাসদ্বর্গের প্রস্থান।]

দেব। (ভীমসিংহের প্রতি) স্বর্ণলতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখো, আমার বঞ্চনা করেছে, দেখ যেন তোমায়ও বঞ্চনা না করে। আজ বিনামূল্যে যে হার হুদয়ে ধারণ করলে, দেখ যেন কাল-ভুজঙ্গিনী হয়ে সে তোমার প্রাণ বিনাশ না করে।

[দেবদাসের প্রস্থান।]

ভীম। ভৈরব? আমি এখন স্বর্ণলতাকে রেখে অবস্থিতে যাব; তুমি এর পব সুবিধা মত একে লয়ে যেও, দেখো যেন কোন কষ্ট হয় না। তোমাব স্ত্রী এঁর প্রিয় সখী—এঁবা একত্রে থাকতে ভাল বাসেন—অতএব তাঁকেও লয়ে যেও। (স্বর্ণলতার প্রতি) এস প্রিয়ে এখন আমরা বাই—শীঘ্রই আমাদের বিদায় হ'তে হবে।

[ভীমসিংহ ও স্বর্ণলতার প্রস্থান।]

শশী। ভৈরব!

ভৈরব। কি বলছে।

শশী। এখন আমি কি করি?

ভৈরব। কেন বাড়ী গিয়ে সুখে নিদ্রা দাও।

শশী। না—না—তা হবেনা, আমার এত দিনের আশা, ভরসা সব গেল। এখন আর বেঁচে সুখ কি? আমি জলে ডুবে মর্কোঁ।

ভৈরব। সে কি হে? ডুবে মর্তে যাবে কেন বল?

শশী। যম যখন বৈষ্ণু হয়, তখন মরণের ব্যবস্থা হ'য়ে থাকে।

ভৈরব। সে কিহে, তুমি পাগল হ'লে নাকি? এই চাব সাতে আটাশ বৎসর তোমার বয়স হ'লো, তোমার কি ভাল মন্দ কিছুই বিবেচনা নাই? আপনার অপেক্ষা প্রিয়তব কে আছে হে? একটা মেয়ে মানুষের জন্ম অমূল্য জীবন নষ্ট করবে। বানরের মত বুদ্ধি না হ'লে, কে আর মগুরের বদলে কাক নিতে চায় বল?

শশী। আমার আর উপায় নাই। কি করবো? যদিও স্বর্ণলতাকে ভাল বাসি বটে, কিন্তু তাদের প্রণয় ভঙ্গ ক'ব্লে ধর্ম থাকবে না।

ভৈরব। হাঃ হাঃ ধর্ম আবার কি হে? এ-যে-শরীরটী দেখছ দাদা, এ কিছুই নয়; আর মলেও যে কিছু থাকে তা প্রাণান্তেও বিধ্বাস ক'রোনা। এখন বত দিন বাঁচ মনের সাধে হেঁসে খেলে নাও। একটা সামান্য মেয়ে মানুষের জন্মে ম'র্তে যাবে? ছি ছি ও কথা মুখে এননা।

শশী। কিন্তু তাই যা বল এমন আর হবেনা।

ভৈরব। আমার কথা শোন, এখন এমন একটা দাড়ী তৈর্য কর, যা প'রলে অগ্নি চিনতে না পাবে; এমন কি যাদের সঙ্গে সর্ষদা কথা বার্তা কও তারাও দেখলে বিদেশী মনে করে। আর কিছু টাকা নাও। বুঝলে? বেশী ক'রে টাকা নিয়ে আমাদের সঙ্গে চল। আমি তোমার সহায় থাকবো কোন চিন্তা নাই। টাকা গোটাকত বেশী ক'রে নিও তা হলেই সব হবে বুঝলে? স্বর্ণলতা কদিন তাকে ভাল বাসবে? সে বেটা কুৎসিৎ, অসভ্য। তার উপর কখন অমন সুন্দরীর মন বসতে পারে? মারহাট্টার মন অত্যন্ত চঞ্চল—আজ তার মুখে যা মধুর মত মিষ্টি লাগছে, কাল তাই আবার তার মুখে চিবতার মত তেতো লাগবে। কিছু বেশী ক'রে টাকা নিও, বুঝলে? টাকায় কি না হয়? ম'র্তে যাবে কেন। আমি নিশ্চয় ব'লছি তুমি তাকে পাবে,—আত্মহত্যা ক'রতে যাবে কেন? তার সঙ্গে কাঁসি যাও সেও ভাল তবু একলা নয়। চেষ্টা ক'রলে কি না হয়?—সাধামত চেষ্টা কর তার পর যা হ'ক্।

শশী। হাঁ হাঁ বেস ব'লেছ—তোমার পরামর্শ মতেই চ'লবো—এরই মধ্যে হতাশ হব কেন?

ভৈরব। হাঁ, এখন মানুষের মত কথা কহ। আমি তোমাকে বার

বার বলেছি, এখনও বলছি যে সেনাপতিকে আমি বড় ঘৃণা করি। তোমার ও সে সামান্য শত্রু নয়। তোমার মুখের অন্ন কেড়ে নিয়েছে— এখন তুমি যদি তার স্বর্ণলতাকে এক দিনের তরে ও লাভ ক'বতে পার, তা হ'লে তোমারও আশা পূর্ণ হয়—আমারও শোধ লওয়া হয়। এখন বিদান হও, কাল সকালে একবার আমার সঙ্গে দেখা করো।

শশী। হাঁ, তবে এখন আসি।

ভৈরব। হাঁ, এস। টাকা সংগ্রহ করগে। আর ডুবে মরবার নাম মুখেও এননা।—

[শশীর প্রস্থান।]

(স্বগত) হুঁঃ, একে যোগাড় করতে আমার অনেক সাহায্য হবে। বেস হ'ল, এইবার সেনাপতির সর্বনাশের সূত্রপাত হ'লো। বেটা আমার কর্ম না দিয়ে, দিলে কি না চন্দ্রনাথকে! থাক বেটা তোমাব অন্তে ধূল দিয়ে তবে আমার আর কাজ। হাঁ চন্দ্রনাথ, ঠিক হ'য়েছে চন্দ্রনাথ পবন সুন্দর—সেই আমার ব্রজাস্ত্র। সেনাপতির কানে কোন সুযোগে তুলে দেব যে, স্বর্ণলতা তার সংসর্গে ভ্রষ্ট। বেটার স্থূল-বুদ্ধি, আমাব কথা কখনই অবিশ্বাস ক'রবেনা। আমিও তাকে নাকে দড়ি দিয়ে যি দিকে ইচ্ছা চালাব।—বেস হয়েছে, এই রকমই ক'রতে হবে—আমার ক'রবেন কি?

যে জন অন্ধকারে কার্য্য সারে।

তার কেবা কি ক'র্ভে পারে?

[প্রস্থান।]



দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

অবন্তি নগর বন্দরের পুরোভাগ ।

ধর্ম্মদাস ও দুই জন নাগরিকের প্রবেশ ।

ধর্ম্ম । মহাশয় এঁদের আগমন বিষয়ে কিরূপ অনুমান করেন ?

১ না । কিছুই ত বুঝতে পাচ্ছিনা, এত বিলম্বের কারণ কি ? দূত শুনে এসেছে যে সেনাপতি মহাশয় সেই রাত্রেই তরঙ্গী আরোহণ করেছেন ।

২ না । উঃ ! কাল কি ভয়ানক ঝড়ই হ'য়েছিল ; স্মরণ ক'রলে হৃৎকম্প হয় ! সমুদ্রের জল যেন আকাশকে চুম্বন ক'ত্তে উঠেছিল । সে উত্তাল তরঙ্গ দেখলে কি আর তরঙ্গীতে উঠতে সাহস হয় ?

১ না । বোধ হয় সেই ঝড়াই এঁদের বিলম্বের কারণ ।

২ না । শুনলেম যবনেরা না কি এই দিকেই অগ্রসর হ'চ্ছে । এ কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে ত তাঁদের বিষম বিভ্রাট ।

(তৃতীয় নাগরিকের প্রবেশ)

৩ না । মহাশয় বড় সুসমাচার ; শুনে আত্মাদিত হবেন !

১ না । কি সংবাদ হে ?

২ না । কি কি ব্যাপার কি ?

৩ না । যবনদের তরঙ্গী গুলো একেবারে ধ্বংস হ'য়ে গেছে । তারা এখন অগত্যা যুদ্ধের আশা ত্যাগ ক'রে ফিরে চলেছে ।

ধর্ম্ম । এ সকল কথা সত্য তার প্রমাণ কি ? আপনি কোথা থেকে শুনলেন ।

ওনা। মহাশয়! সেনাপতির সহকারী চন্দ্রনাথ এই মাত্র এসে উপস্থিত হ'লেন, আমি তাঁরই কাছ থেকে এ সকল সংবাদ লয়ে আসছি। সেনাপতি মহাশয় এখনও পৌঁছান নাই।

ধর্ম। বেশ বেশ শুনে যার পব নাই সুখী হ'লেম। সেনাপতি মহাশয় অতিশয় উদার লোক।

ওনা। সহকারী মহাশয় যবনদের প্রতিগমন সংবাদ দানে যেমন আক্লাদ প্রকাশ করলেন; আবার পাছে সেনাপতি মহাশয়ের কোন বিপদ ঘটে, তজ্জন্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ কর্তে লাগলেন।

ধর্ম। চলুন আমরা সমুদ্রতীরে যাই। তাঁকে অভ্যর্থনা করে লয়ে আসি। বোধ করি সেনাপতি মহাশয় শীঘ্রই উপস্থিত হবেন।

ওনা। চলুন—

(চন্দ্রনাথের প্রবেশ)

চন্দ্র। নমস্কার!

সকলে। নমস্কার! -আসতে আজ্ঞা হয়।

চন্দ্র। আপনারা সকলে ভাল আছেন তো।

ধর্ম। আজ্ঞা হাঁ আপনারাদের মঙ্গল তো।

চন্দ্র। হাঁ এখন ঈশ্বরের আশীর্বাদে সেনাপতি মহাশয় নিৰ্ব্বিঘ্নে পৌঁছিলেই নিশ্চিত হই।

ধর্ম। ঈশ্বর কখন তিনি যেন নিৰ্ব্বিঘ্নে এখানে পৌঁছেন। হাঁ মহাশয় তাঁর নাকি সম্প্রতি বিবাহ হয়েছে?

চন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ। তিনি মহামাত্র ধার্মিকশ্রেষ্ঠ দেবদাসের কন্যা স্বর্ণলতাকে বিবাহ করেছেন। মনোমত পত্নী লাভ হ'লে এই সংসারে স্বর্গ সুখ ভোগ হয়। আর অপ্রিয়বাদিনী কুৎসিতা রমণী এই সুখময় সংসারকে বিষময় করিয়া তোলে। সেনাপতির ভাণ্ডা শশী সম্পূর্ণ সানুকূল। স্বর্ণলতার বর্ণ যেমন মনোহর, অঙ্গ সৌন্দর্য যেমন সুন্দর মুক্তি যেমন নয়ন-রঞ্জিনী, চরিত্র ও তদনুরূপ সুন্দর, প্রীতিকর। এরূপ সাবিত্রীকৃত্রায় পতিব্রতা, দয়ালুস্ত্রীকৃত্রায় ভক্তিমতী, সীতার ত্রায় সমদুঃখিনী প্রণয়িনী জগতে নিতান্ত দুর্লভ।

ধর্ম। সেনাপতি মহাশয় স্বর্ণলতাকে লাভ কবেছেন, ইহা অতি সুখের বিষয়। শুনে বার পর নাই সুখী হ'লেম। আমাদের এখানে তজ্জগৎ আনন্দ উৎসব হওয়া আবশ্যিক। আপনি এখন বিশ্রাম করুন আমি শীঘ্রই আসছি।

[ধর্মদাসের প্রস্থান।]

চন্দ্র। যে আজ্ঞা। (স্বগত) কৈ এঁরা এখনও আসছেন না।—
এ কারা আসছে?—আত্মন দেবী! প্রণাম হই, নৌকায়ত কোন কষ্ট হয় নাই।

(স্বর্ণলতা, ভৈরবসিংহ ও সরমার প্রবেশ)

স্বর্ণ। না চন্দ্রনাথ, ভৈরব আমাদেরকে বেশ সুখে এনেছে। কৈ সেনাপতি কোথা?

চন্দ্র। তিনি এখনও পৌঁছান নাই। শীঘ্রই উপস্থিত হবেন, কোন চিন্তা নাই।

স্বর্ণ। সে কি? তিনি এখনও আসেননি! তোমরাত একত্রে আসছিলে?

চন্দ্র। আঙ্কে না, আমি অগ্রে যাত্রা করি। (নেপথ্যে ভেরী ধ্বনি)
এই যে আবার ভেরী ধ্বনি হচ্ছে, বোধ হয় আমাদের কেউ এলো।
সরমে তুমি এমন নীরব হয়ে বসে রয়েছ কেন?

ভৈরব। উনি দিনের বেলা পুরুষের সঙ্গে কথা বন না।

চন্দ্র। তবেত গুণ অনেক।

ভৈরব। ওঁদের আবার গুণ অনেক নয়! ভগবান দশ অবতারে দশ মূর্তি ধারণ করে ছিলেন, কিন্তু ওঁরা এক নারী অবতারেই নানা মূর্তি ধারণ করেন। ওঁরা রান্নাঘরের বিড়াল। বাসর ঘরে বেশ্যা। টাকা দেখলেই গিন্নি। দোব কল্লেই তপস্বিনী।

স্বর্ণ। চুপ কর। আর স্ত্রী নিন্দা কর্তে হবেনা।

ভৈরব। হাঁ দেবি চুপ করলেম, কিন্তু স্ত্রীলোকের কচিটী বড় ভাল নয়।

চন্দ্র । কেন ? কিসে ?

ভৈরব । তবে শুনবেন ?

স্বর্ণ । নানা আর কাজ নাই, তুমি থাম ।

চন্দ্র । দেবি ! ভৈরবের অন্তর ভারি সরল কোন দোষ লবেন না ।

স্বর্ণ । না, ভৈরব বেশ আমুদে লোক ওর কথা বার্তা বেশ, তবে আমার মন নাকি উদ্বিগ্ন আছে, তাই কিছুই ভাল লাগছেনা ।

চন্দ্র । দেবি ! আমাদের আসবার পূর্বে উজ্জানপাল আমাদের শুশ্রূষার জন্ত এই ফুল গুলি রেখে গেছে গ্রহণ করুন । (পুষ্প প্রদান)

ভৈরব । (স্বগত) চূপি চূপি কি বলে হাতে ফুল দিলে, হুঁ হুঁয়েছে ! এই সামান্য স্মৃতি—এই সামান্য মাকড়সার জালে, যদি চন্দ্রনাথের মত এত বড় একটা মাছিকে না বাঁধতে পারি, তবে চাতুরী কি ? বুদ্ধিই বা কি ? হাঁসি আবার হাঁসি । (নেপথ্যে জয়ধ্বনি) (ভৈরব সত্রাসে) বোধ হয় সেনাপতি এসেছেন তাই এত জয়ধ্বনি——

(ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম । স্বর্ণলতা !

স্বর্ণ । নাথ !

ভীম । বিরহ, মিলনে পরিণত হ'লে কেমন সুখকর । উৎকট তৃষ্ণার পর জল যেমন তৃপ্তিপ্রদ ; দম্পতীর দীর্ঘ অদর্শনের পর মিলনও তেমনই সুখময় । প্রেমের কি আশ্চর্য্য মহিমা ! তোমায় না দেখে আমার মন যত আকুল হ'য়েছিল তোমায় দেখে ততোধিক প্রফুল্ল হ'ল ।

স্বর্ণ । নাথ অধিনীর প্রতি চিরদিন এমনই অনুকূল থাকেন, এই আমার প্রার্থনা ।

ভীম । প্রিয়ে ! তোমার প্রণয় লাভ করে আমি যার পর নাই সুখী হ'য়েছি । আমার হৃদয়ে স্বর্গসুখ অনুভূত হ'য়েছে ।

ভৈরব । (স্বগত) আর বড় দেরি নাই । ভৈরব তোমাদের সুখের পথে কাঁটা দেবে । তখন সুখ টের পাবে, বাবা মিটে প্রেম তেতো লাগবে ।

ভীম। দেখ চন্দ্রনাথ! তুমি আজ আমাদের সঙ্গে থেক। চল প্রিয়ে এখন অন্তঃপুরে যাই। এ নগর অতি রমণীয় স্থান, এখানে আমার অনেক বন্ধু আছে। অধিবাসীরা আমাকে যথেষ্ট সম্মান করে। তুমি সকলেরই কাছে সম্যক সমাদর পাবে। দেখ ভৈরব! নৌকা হ'তে সমুদায় জিনিষ পত্র এনে দুর্গমধ্যে রাখ।

[চন্দ্রনাথ, ভীমসিংহ ও স্বর্ণলতার প্রস্থান।]

ভৈরব। ওরে দেখ, বাহিরে এক জন দাড়িওয়ালা লোক দাঁড়িয়ে আছে ডেকে নিয়ে আয় দেখি। (শশীশেখরের প্রবেশ) দেখ দেখ বড় মজা হ'য়েছে, এর মধ্যে চন্দ্রনাথের সঙ্গে মজেছে।

শশী। সত্তি নাকি? না না এ মিথ্যা কথা আমি ত ও কথা বিশ্বাস করিনা।

ভৈরব। (চৌঁটের উপর অঙ্গুলি দিয়া) যা বলি চূপ ক'রে শোন। আমার পরামর্শে চলে তোমার জয় জয় কার। নিশ্চয়ই স্বর্ণলতা লাভ হবে। ও বেটা মারহাট্টা, কুৎসিৎ, কদাকার, দেখলে লোকের ভয় হয়, ওর ওপর কখন স্বর্ণলতার মন বসতে পারে? মেয়ে মানুষের মন নরম। পাঁচটা মিষ্ট কথা ক'য়ে ভুলিয়েছে বৈতনয়, সেত আর ওকে ভাল বাসেনা। আর বাসবেই বা কেন? রূপ ধর, গুণ ধর, আচার ধর ব্যবহার ধর, কথা বার্তায় ধর সেনাপতি কিছুতেই তার উপযুক্ত নয়। তুমি মনে কর ওদের প্রেমের ভারি আঁটাআঁটি। তা নয় দাদা তা নয়। কুমুদিনী অন্ধকারে চাঁওরাতে না পেরেই জলধরকে সুধাকর মনে ক'রে ছিল। এখন চাঁদ উঠেছে। চন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টি পড়েছে। তোমার ভালই হয়েছে।

শশী। না, না, স্বর্ণলতা তেমন নয়, তার মন ভাল। সে কখন এমন কাজ ক'রে না।

ভৈরব। ক'রেছে আবার ক'রে না। না করবেই বা কেন? আমি চ'কে দেখেছি তার। চুপি চুপি কথা কয়, হাঁসে, ফুল দেয়। তুমি কি পাগল; ম'নে কর সুন্দরী হ'লেই সতী হয়। আমি এক পরামর্শ দিই

শোন। আজ রাত্রে চন্দ্রনাথ নগর রক্ষণ কর্বে। তুমি তারে রাগিয়ে দিয়ে যে কোন রকমে হ'ক একটা কাণ্ড বাঁধিও।

শশী। তাতে আমার লাভ কি হবে?

ভৈরব। আরে যা বলি তা কর, তার পর ফল দেখতে পাবে। সে ভারি বদবাগী লোক, রেগে তোমায় মারতে যাবে, তুমি অমনি টেঁচিয়ে পাঁচ জন লোক জমিয়ে সরে প'ড়বে। তোমার কিছু মাত্র ভয় নাই, আমি তোমার কাছেই থাকবো।

শশী। তোমার পরামর্শ অবশ্য মান'ব। কিন্তু দেখ, সব ফাঁকি না হয়।

ভৈরব। না, না, তার জ্ঞান কোন চিন্তা নাই, এখন বিদায় হও। (শশী শেখরের প্রস্থান) চন্দ্র যে তাকে ভাল বাসে তাতে আর সন্দেহই নাই। আর সেও যে তাকে ভাল বাসবে এত প'ড়েই রয়েছে। অমন কার্তিকের ছায় সুন্দর পুরুষকে ছেড়ে, কে এমন কদাকার কুম্ভবর্ণকে নিতে চায়। আর সেনাপতি—সেনাপতি তাকে ভাল বাসে বটে—তার জন্তে লালায়িত। স্বর্ণলতা তার জন্তে নয়। নিশ্চয়ই নয়। আর আমি? আমি কি স্বর্ণলতাকে ভাল বাসিনা? আচ্ছা আমি যদি স্বর্ণলতাকে ভাল বাসি তবে তার সর্বনাশ করি কেন? না ক'র্বই বা কেন? আমি যে সুখে বঞ্চিত হয়েছি, কদাকার ভীমসিংহ সে সুখ ভোগ ক'রবে। প্রাণ থাকতে তা দেখতে পাব'বনা। ঐ পিশাচের জন্তই আমার স্বর্ণলতায় বঞ্চিত হ'তে হ'ল। ওর সর্বনাশ আমি ক'র্বোই ক'র্বো। ও যদি না থাকত তা হলেত স্বর্ণলতা আমারই। ওই না আমার স্বর্ণলতাকে নিয়েছে। তাবলে সর্বশরীর জ্বলে ওঠে। আমি সন্দেহ বিবে ওকে বিনাশ ক'র্বো। শশীটা আমার পরামর্শ মত চললেই ত আজ চন্দ্রনাথের মাথা খেয়েছি। আমার বুদ্ধি কি সামান্য। বাই এখন বেলাটা অধিক হ'য়েছে।

[প্রস্থান।]



দ্বিতীয় দৃশ্য ।

রাজপথ ।

(রাজদূত ও নাগরিকদের প্রবেশ ।)

(বাহুসহকারে রাজাদেশ প্রচার)

মহারাজ ভীমসিংহ সৈনিক প্রধান ।

হয়েছেন উপনীত কালি এ নগরে

অবন্তি ভাসিল পুনঃ সুখ শান্তি জলে

ভানুর উদয়ে যথা ঘোর অন্ধকার

ভয়াকুল মেচ্ছ সেনা করেছে প্রস্থান ।

বিজয় উৎসব আজি করছে সকলে

দীপ মালা দ্বারে দ্বারে সন্ধ্যার সময়

সেনানী সন্মান হেতু করিবে স্থাপন ;

পুষ্প মালা ধ্বজ দণ্ড প্রতি গৃহোপরে

রাখিবে যতনে সবে স্তম্ভজিত করে ।

নৃত্য গীত বাদ্য যার যাতে অভিলাষ

আনন্দে করিবে সবে পুরাইয়া আশ ।

রাজদ্বারে নিমন্ত্রণ হ'ল সবা'কার

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র নাহিক বিচার ;

যার যাহা ইচ্ছা আসি করহ ভোজন

অনাহারে যেন নাহি থাকে কোন জন ।

মঙ্গলা করুন তাঁর মঙ্গল বিধান,

আনন্দেতে গাও সবে তাঁর গুণ গান ।

। প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

ভূগঙ্গ দরদালান ।

(ভীমসিংহ ও চন্দ্রনাথের প্রবেশ ।)

ভীম । দেখ চন্দ্রনাথ ! আজ তুমি নগর পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত থাক ।
আমোদে উন্নত হয়ে যেন কর্তব্যের ক্রটি না হয় ।

চন্দ্র । ভৈরব সকল কার্য্য সুসম্পন্ন কর্কে ; সে নিমিত্ত কোন চিন্তা
নাই । আমিও তদ্বাবধারণ করব ।

ভীম । হাঁ ভৈরব সুদক্ষ বটে । আমি নিশ্চিত রইলেম । কাল
প্রাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ কর । এখন বিদায় হই ।

(ভীমসিংহের প্রস্থান ও ভৈরবের প্রবেশ ।)

চন্দ্র । এই যে ভৈরব এসেছে । বেশ হয়েছে ; চল আমরা দুজনে
নগরের চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করে আসি ।

ভৈরব । আঃ মশাই তারি জগে এত ব্যস্ত হ'চ্ছেন ? এখনও রাত্রি
পাঁচদণ্ড হয় নাই এখনি কেন ? সেনাপতি মহাশয় অন্তঃপুরে যাবেন
বলেই আপনাকে এত শীঘ্র বিদায় দিলেন ।

চন্দ্র । তাঁর স্ত্রী দিব্যলাবণ্যময়ী পরমাসুন্দরী ।

ভৈরব । খুব রসিকাও বটে ।

চন্দ্র । হাঃ হাঃ হাঃ ।

ভৈরব । তার চক্ষু দুটি দেখেছেন যেম সকলকে আহ্বান কচ্ছে ।

চন্দ্র । তা বটে কিন্তু—

ভৈরব । মশাই ! আজ আমোদের দিন—তাঁরা সুখে থাকুন—আসুন
একটু সিদ্ধি খাওয়া যাক । রাত জাগতে হবে ।

চন্দ্র । না হে না, আজকে সিদ্ধি টিকি কিছু খাওয়া হবে না । আমার
ওসব সয়না, অস্পেতেই নেশা হয় ।

ভৈরব । নেশা আবার কি ? সহজে রাত জাগতে পারবেন, মনও

বেশ ক্ষুভিত থাকবে, শরীর ও বেশ তাজা থাকবে ; কোন কষ্ট হবেনা, আশ্রন এক বাটী খান, অধিক না।

চন্দ্র। আমি এই মাত্র এক বাটী খেনে আসছি, তাতে আবার অনেক মিষ্টি দেওয়াছিল। তাই খেয়েই আমার গা ঘুরছে,—আর খাবনা।

ভৈরব। আঃ আমার অনুরোধ বাখুন, এইটু খান।

চন্দ্র। দাও খাই, কিন্তু আর না। (সিদ্ধি পান)

ভৈরব। (স্বগতঃ) আর এক বাটী খাওয়াতে পাসেই তোমাব দফা রফা করেছি। এতে পুঁতুরার ফুল, টোঁড়র রস, অনেক মশলা দেওয়া আছে। খেলে স্রঃ শিবের নেশা হয় ; মানুষত কোন ছার। এখন শশেটা পায়েই হয়। বেটা কি বোকা, কি নিরোধ, কি মূর্খ, মূর্খ না হলেই বা আমার জালে পড়বে কেন ? - মনে করে সর্গলতা তাব—এই যে ধর্মদাস আসছে। ওকেও কিছু খাইয়ে দেওয়া যাক—আরে কেনে ধর্মদাস যে, এস এস। তবে ভাল আছত ?

(ধর্মদাসের প্রবেশ।)

ধর্ম। আজ্ঞে যেমন দেখছেন।

ভৈরব। ই। বস। একটু সিদ্ধি খাও। (সিদ্ধি প্রদান ও পান)

চন্দ্র। তাইত হে বড় গাটা ঘুরতে লাগল যে। না খাওয়াই ভাল ছিল।

ভৈরব। (নৃত্য করিতে করিতে)

ধন্য ধন্য সিদ্ধি দেবী নানা বুদ্ধি দায়িনী।

দেব দেব মহাদেব জীর্ণা বর্ণা বাসিনী ॥

গাঞ্জা বুদ্ধ নমুংপন্ন বীরদল রঞ্জিনী।

সর্ববুগে ক্ষত্রকুল আর্জীবন মঙ্গিনী ॥

চন্দ্র। বাঃ বাঃ কি মজার গান।

ভৈরব । না হবে কেন বাবা কেমন লোকের কাছে শেখা ।

চন্দ্র । কার কাছে হে কার কাছে ?

ভৈরব । বাবা শুনলেই আক্কেল গুড়ু হ'বে । তান্‌সানের মার নাম শুনেছ ?

ধর্ম । না । কি বল দেখি ?

ভৈরব । গোয়ালিয়র । গোয়ালিয়র তান্‌সানের গর্ভধারিণী । আমি গোয়ালিয়রে এই গান শিখে এসেছি । সিদ্ধি লাও, খুব খাও, দেদার খাও ।

চন্দ্র । মশাই খান্ ।

ধর্ম । না, না, আপনি খান্ । (ভৈরবের প্রতি) মহাশয় আর একটি গান করুন ।

ভৈর । তবে শুনুন ।

গীত ।

যুমাও নলিনী মুদি স্খচরু লোচন
দিন যায় দূর দেশে করিব গমন
পুনঃ লো প্রভাত হলে,
এই সরোবর জলে,
জাগাইব কর জালে, করি আলিঙ্গন ।

চন্দ্র । বেস্‌ গান্ গাইলে যে হে ।

ভৈরব । আবার শুনবে ?

চন্দ্র । আচ্ছা ভৈরব ! তুমি বলতে পার, তার গুল কি ?

ভৈরব । বাবা, তাও জাননা ? ও সব চাঁদের গুঁড়, বিধাতা আকাশ-ময় ছড়িয়ে দিয়েছে ।

চন্দ্র । ঠিক কথা বলেছ । রাত হয়েছে এখন যাওয়া যাক্ ।

[চন্দ্রনাথের প্রস্থান ।

ভৈরব। আমাদের সহকারী মশাই বেঙ্গ্ আয়ুদে লোক; কথায় কথায় হাঁসি, লোকের সঙ্গে বেশ মিষ্টিলাপ করেন। দোষের মধ্যে কিছু বদরাগি।

ধর্ম। হাঁ বেশ লোক বটে, আলাপ করে সুখ আছে।

ভৈরব। মশাই কি এখন শয়ন করবেন? (নেপথ্যে গোলযোগ) একি? কিসের গোলযোগ?

(শশীশেখরকে মারিতে মারিতে চন্দ্রনাথের প্রবেশ।)

চন্দ্র। পাজি, তুই আমার চিনিন্ না!

ধর্ম। কি হয়েছে মশাই?

চন্দ্র। বেটা আমার কাজ শেখাতে এসেছিন্ (প্রহার)

শশী। ওগো বাবাগো! মেরে ফেলো গো, আমার বাঁচাও, আমি মলুম। একি কীল বাপ!

চন্দ্র। আবার কথা কচ্ছিন্, জুত মেরে মুখ ছিঁড়ে দেব, জানিন্। (প্রহার)

শশী। আর মেরনা বাবা, আমি তোমার পায়ে পড়ি, আমার ঘাট হয়েছে। প্রাণান্তে আর আমি তোমাদের সঙ্গে লাগুবোনা। আমায় ছেড়ে দাও, আমার ঘাট হয়েছে।

ধর্ম। মশাই ছেড়ে দিন, ভদ্রলোককে আর মারবেন না।

চন্দ্র। তুমি কে? তোমার কথায় কাজ কি? চুপ্‌রও।

ধর্ম। কি তোর যত বড় মুখ, তত বড় কথা, আমার অপমান, পাজি নেশাখোর।

চন্দ্র। আমি নেশাখোর? তুই এত বড় কথা বলিন্। আয় তোকে আজ ছুপানা করে কাটব। (যুদ্ধ)

ভৈরব। যাও যাও, যত পার লোক জমাওগে। খুব একটা গোলযোগ করগে। (শশীশেখরের বেগে প্রস্থান ও গোলযোগ) আপনারা করেন কি? পাগল হয়েছেন নাকি? হায় হায়! সর্বনাশ হ'ল—আজ একটা কাণ্ড করবেন তবে ছাড়বেন—হিঃ হিঃ আপনা

আপনি এমন বর্ত্তে আছে? উঃ মশাইরা ক্ষান্ত হ'ন ক্ষান্ত হ'ন।
সেনাপতি মহাশয় আসছেন।

(ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম। তোমরা ক'বছ কি?

ধর্ম্ম। এইনাথ পাঞ্জী আয় দেখি।

ভৈরব। আপনাবা অদ্বত্যাগ ককন, (ধর্ম্মদাসের প্রতি) সেনাপতি বলছেন অদ্বত্যাগ ককন। নিরস্ত হ'ন, তাঁর আদেশ অমান্য ক'রবেন না।

ভীম। দেখ, তোমাদের বড় স্পর্দ্ধা হয়েছে, আমি বলছি এখন অদ্বত্যাগ কব। কেন এ বিবাদ হ'ল! কে স্বত্বপাত ক'রলে? ভৈরব! তুমি অনক্ষোচে বল এ কার দোস?

ভৈরব। দেব! কার দোস আমি কিছুই জানিনা। এই ক্ষণ বালপুর্বে আমরা সবলে বাঁসে মিটানাপ কছিলাম, কেন যে অকস্মাৎ এঁদের মতিভ্রম হ'ল, কেন যে বিবাদ ক'রলেন কিছুই বন্তে পারিনা।
কেবল—

ভীম। চন্দ্রনাথ! তোমার কি কিছুমাত্র কাণ্ডজান নাই। আমি তোমায় গুপ্তব কন্মের ভার দিলেম, তুমি এমন বালকের তায় কার্য কেন ক'রলে?

চন্দ্র। প্রান্তো! আমার ক্ষমা ককন। আমার অপরাধ মার্জনা ককন।

ভীম। হি হি ধর্ম্মদাস। একি তোমার যোগ্য কাজ হ'সো, তুমি ভাল ব'লে, নগর শুদ্ধ লোকে তোমার প্রশংসা করে। এখন তুমি কি কাজ ক'রলে বল দেখি? সে যা হোক, এ বিবাদের হুত্র কি তা জান্তে চাই।

ধর্ম্ম। দেব! এই নবোধম আমার সাংঘাতিক আঘাত ক'রেছে, আপনি ভৈরবকে জিজ্ঞাসা ককন, সমস্ত অবগত হবেন। আমি আর কথা কইতে পারিনা; আমার বড় বক্ট হচ্ছে। দেব! আমার কোন

অপরাধ নাই, আত্ম রক্ষার জন্তই কেবল অস্ত্র ধ'বে ছিলাম। উঃ!

ভীম। তোমরা অত্যন্ত অত্যাচার কাজ ক'বেছ। তোমরা কোন্ সাহসে এমন সময়ে নগবেব যুদ্ধ ভয়, বিদ্রোহ ভয় জেনেও অসংকোচে বিবাদ ক'রলে। ভৈরব! সত্য ক'বে বল, কে এ বিবাদেব মূল?

ধর্ম। দেখ তুমি যদি চন্দ্রনাথের হ'য়ে অত্যাচার সাক্ষ্য দাও, তা হ'লে তুমি ক্ষত্রিয় নও?

ভৈরব। দিব্যি দিতে হবেনা। জীব কেটে ফেল্লেও ভৈরব মিথ্যা কথা কবেনা। সত্য বই মিথ্যা কখনই আমার মুখে স্থান পায়না। আমাতে আব ধর্মদামেতে এখানে ব'সে গম্পা ক'রছি, এমন সময়ে হঠাৎ ইনি একজন ভদ্রলোককে মাব'তে মাব'তে এদিকে নিয়ে এলেন। এঁর অপরাধের মধ্যে তার হ'য়ে দুই একটা কথা ক'রেছিলেন। স্মরণে তাতেই ইনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে, এঁর সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ ক'লেন। সেও স্বযোগ পেয়ে এদিকে মবে প'ড়লো, আমি তার পেছুং ছুটলুম, কিন্তু ধ'রতে পাব্লেম না। অবশেষে ফিবে এসে দেখি ভয়ানক সংগ্রাম বেধে গিয়েছে। আমি নিবারণ ক'বার অনেক চেষ্টা ক'ব্লেম, কিন্তু কেহই শুনলেন না। তার পরেই আপনি এলেন। প্রভো! আমার প্রার্থনা এঁদের অপবাদ ক্ষমা ক'রুন। রাগে মানুষের জ্ঞান থাকেনা। যে পালিয়েছে সেই গুঁকে রাগিয়ে দিয়ে গেছলো। তারি দোষ।

ভীম। চন্দ্রনাথ! আনাব বিবেচনাও তুমিই সম্পূর্ণ দোষী। তোমার অত্যন্ত ভাল বাসি ব'লে কর্মচ্যুত করেই নিরস্ত হ'লেম। নচেৎ আরও গুরুতর দণ্ড দিতাম। (ধর্মদামের প্রতি) তুমি আঘাত পেয়েছ যাও এখন গৃহে যাও। এখনই চিকিৎসালয়ে মংবাদ পাঠাও।

[প্রস্থান।

ভৈরব। আপনি কি কোন আঘাত পেয়েছেন?

চন্দ্র। যে আঘাত পেয়েছি, তার আর গুরুত্ব নাই।

ভৈরব। ঈশ্বর ক'রুন আপনি শীঘ্র আরাম হন।

চন্দ্র। কি কলঙ্ক! কি অখ্যাতি!! আমি কি নিকোঁদ, আজ গির্জা

খেয়ে যশ মান সব খোয়ালেম্। আমার মান্ সস্ত্রম সব গেল, হায় হায়! ধনে প্রাণে মলেম্। আমার মান গেল, আমার যশ গেল, আমার সব গেল!!

ভৈরব। মশাই মিথ্যা দুঃখ ক'রছেন। যশ মান গেছে তা'র জন্ম ভাবনা কি? সেনাপতিকে সন্তুষ্ট কর্তে পারলেই আবার সব পাবেন। তিনি আপনাকে যথেষ্ট ভাল বাসেন, স্নেহ করেন; কেবল লোক দেখানে কর্মচ্যুত করেছেন, তা'র জন্ম চিন্তা কি? লোকে কথায় বলে “ঝিকে মেরে বটকে শেখান” বাস্তবিকই কি আপনাকে কর্মচ্যুত করেছেন; সে ভয় ক'রবেন না।

চন্দ্র। হায়! নেশাতেই আমার সর্বনাশ ক'রলে, সিদ্ধির ভিতর শত্রু ছিল, জান্লে কি আমি সিদ্ধি ছুঁতেম।

ভৈরব। আচ্ছা মশাই যাকে ধরে এনেছিলেন, সে লোকটা কে? চিন্তে পেরেছেন? করেছিল কি?

চন্দ্র। কে জানে কিছুই মনে হয় না।

ভৈরব। সে কি মশাই?

চন্দ্র। নেশা হ'লে কি মানুষের জ্ঞান থাকে, তা মনে থাক্বে। নেশা মাত্রই খারাপ। নির্যোধেরাই নেশা করে, মূর্খেরাই নেশা করে।

ভৈরব। আমার পবামর্শ শুনুন। সেনাপতি আজ কাল বড় দ্রীর বশ। আপনি গিয়ে ধকন। তিনি আপনার প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন। সেনাপতিকে বলে ক'য়ে আপনাকে কাজ দেওয়াবেন সন্দেহ নাই।

চন্দ্র। সেই ভাল। আমি কালই সকালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রবো।

ভৈরব। হাঁ খুব জিদ ক'রে ধরবেন। স্বর্ণলতা সদয়া হ'লে কোন চিন্তাই নাই।

চন্দ্র। আমি নিতান্ত মূর্খ, বোকা, নির্যোধ, তাই আজ সিদ্ধি খেয়েছিলাম। এখন বিদায় হই। (পরস্পর অভিবাদন)

ভৈরব। (স্বগতঃ) যে নিজেকে আপনাকে বোকা বলে, সে বোকা।

নয়ত কি? আমার পাপ কি আমি ভাল পরামর্শ দিলাম। কার্য্যগতিকে যদি মন্দ হয়, তার জন্তে আমি দোষী নই। আরে শশী যে। এস এস।

(শশীশেখরের পুনঃ প্রবেশ ।)

শশী। আর না, নাকে কানে খত এই শেষ। স্বর্ণলতা প্রেমের ঘনিষ্ঠা, আমি তার চোক বাঁধা বলদ্ আর তুমি তার কল্। আমি এত দিন অন্ধকারে তার চারিদিকে ঘুরেই মলুম। লাভের মধ্যে টাকা কড়ি সব গেল। আর আজ উত্তম মধ্যম প্রহার ও পেয়েছি। এখন বেশ চৈতন্য হয়েছে। প্রাণটা নিয়ে ভালয় ভালয় দেশে ফিরে যেতে পারলে বাঁচি।

ভৈরব। পৃথিবীতে যাদের ধৈর্য্য নাই, তাদের কোন সুখই হবেনা। তোমার মত নির্বোধত কোথাও দেখিনি; তুমি যা কত মার খেয়েছ বৈত না কিন্তু চন্দ্রনাথের যে কাজ গেল। সে যে ধনে প্রাণে ম'লো। কষ্ট না ক'লে কি ইচ্ছা সাধন হয়? এত মন্ত্রে হ'চ্ছেনা যে চোকের পাতা না ফেলতে ফেলতেই সব ফরসা হবে। “সবুরে মাওয়া ফলে” জানত। অত উতলা হ'লে চলবেনা। সকল দিক নষ্ট হবে।

প্রেম সাগরে ধৈর্য্য তরি অখে বয়ে যায়।

ডুবলে তরি প্রেম কাণ্ডারী হাবু ডুবু খায় ॥

তুমি যে চঞ্চল হয়েছ দেখছি সব মাটি ক'রলে, যাও, এখন বাসায় যাও, তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে সব কথা বলব; এখন এস ভোর হ'য়েছে। (বিরক্ত ভাবে শশীর প্রস্থান) আর কি সব ঠিক হ'য়েছে! কাল চন্দ্রনাথ স্বর্ণলতার কাছে যাবে; আমিও সেনাপতিকে নিয়ে গিয়ে দেখাব। তার কাণে—

[প্রস্থান ।



তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

দুর্গ—পুরোভাগ ।

(স্বর্ণলতা, চন্দ্রনাথ ও সরমার প্রবেশ ।)

স্বর্ণ । তার জন্ম কোন চিন্তা নাই, আমার যথা সাধ্য তোমার হয়ে ব'ল্‌ব ।

সর । হ্যাঁ সখি যাতে ঐর ভাল হয় তাই কর । আমার স্বামী ঐর কাজ যাওয়াতে ভারি দুঃখিত হয়েছেন । এমন কি লোকের নিজের কাজ গেলেও অত দুঃখিত হয় না ।

স্বর্ণ । ভৈরবের হৃদয় বেশ সরল । অমন লোক প্রায়ই দেখা যায় না ।

চন্দ্র । দেবি, আমার কথা যেন মনে থাকে, ভুলবেন না ।

স্বর্ণ । না, না, তোমার কর্ম যাবে না ভয় নাই ।

চন্দ্র । আপনার অনুগ্রহ থাকলে আমার সব কাজ হবে ; এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে ।

সর । সখি ! সেনাপতি আসছেন ।

চন্দ্র । আমি তবে এখন বিদায় হই ।

স্বর্ণ । না না যাবে কেন ? দাঁড়াও না, আমি এখনি ব'ল্‌ছি ।

চন্দ্র । না দেবি, আমি ওঁর কাছে মুখ দেখাতে পারা'বোনা । আমার লজ্জা ক'রছে । আমি চ'ল্‌লম ।

[প্রস্থান ।

(ভৈরব ও ভীমসিংহের প্রবেশ ।)

স্বর্ণ । তবে এস ।

ভৈরব । উ হুঁঃ । এত বড় ভাল কথা নয় ।

ভীম। কি ব'লছ ভৈরব।

ভৈরব। আজ্ঞে না কিছু না।

ভীম। কিছু নয় কি? কি ব'ল'ছিলে বল।

ভৈরব। ও চন্দ্রনাথ গেল না?

ভীম। হাঁত, তা কি হ'য়েছে?

ভৈরব। তবে চন্দ্রনাথ বটে।

স্বর্ণ। দেখুন! চন্দ্রনাথ এই মাত্র এখানে এসেছিল, আপনি তারে কর্মচ্যুত করেছেন ব'লে, সে ভারি দুঃখিত হ'য়েছে।

ভীম। সেই জন্তই কি সে এখানে এসেছিল?

স্বর্ণ। এখন তাকে ডাক্তে পাঠাব।

ভীম। এখন থাক্।

স্বর্ণ। তবে যেন শীঘ্রই আবার তাকে কর্ম দেওয়া হয়।

ভীম। তুমি যখন প্রসন্ন হ'য়েছ তখন তার আর ভাবনা কি?

স্বর্ণ। তবে কাল তাকে নিমন্ত্রণ করা যাক্। কেমন?

ভীম। কাল আমার স্থানান্তরে যাবার আবশ্যক আছে।

স্বর্ণ। ভাল কাল না হয়, পরশ্ব দিন সন্ধ্যাকালে তাকে নিমন্ত্রণ কর'লেত হয়। নাথ! তার দোষ সামান্য, আমার অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে।

ভীম। তুমি অত উতলা হ'চ্ছ কেন? এখন উড়ানে যাও, আমি কক্ষিৎ বিলম্বে বাচি।

স্বর্ণ। চল সখি তবে আমরা বাই চল। নাথ! শীঘ্রই আনুবেন।

[স্বর্ণলতা ও সরমার প্রস্থান।]

ভৈরব। বীরবর!

ভীম। কি ব'লচো?

ভৈরব। চন্দ্রনাথ আপনার নদে কি দেবদাসের বাসীতে যেত?

ভীম। হাঁ যেত, তা সে কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ কেন?

ভৈরব। আজ্ঞে না। এমন কিছু নয়। আমার মনে একটা ও তাই জিজ্ঞাসা কর'ছিলেম্।

ভীম। হঠাৎ তোমার মনে এ চিন্তা উদয় হ'ল কেন ?

ভৈরব। আমি মনে ক'রেছিলাম দেবির সঙ্গ তোর পরিচয় নাই।

ভীম। পরিচয় আছে বৈকি।

ভৈরব। অঁ। তবে পূর্বের আলাপ ছিল, তাইত বলি।

ভীম। কেন কেন, তা কি হয়েছে বল, চন্দ্রনাথের চরিত্র কি মন্দ ?

ভৈরব। মন্দ নয় ?

ভীম। মন্দ ?

ভৈরব। আমি জানিনা।

ভীম। ভাল, তোমার কি বোধ হয় ?

ভৈরব। আমার কি বোধ হয় !

ভীম। (স্বগতঃ) “বোধ হয়” এই পুনরুক্তিই আমার সন্দেহের মূল। নিশ্চয় একিছু জানে, গোপন কচ্ছে। তা না হ'লে আমার কথায় সিঁটরে উঠবে কেন ? বুঝেছি স্বর্ণলতা—

ভৈরব। বীরবর ! অগ্রমনস্ক হ'য়ে কি ভাবতে লাগলেন।

ভীম। আর আমায় সন্দেহ অনলে দগ্ধ কর'না।

ভৈরব। আক্ষে আমি কিছুই জানিনা।

ভীম। তুমি অজ্ঞান নও, বালক নও, তবে কেন সত্য কথা ব'লতে ভয় পাচ্ছ ? কুচিন্তা কুকথা ব'লতে দোষ কি ?

ভৈরব। না চন্দ্রনাথ বেশ লোক।

ভীম। তাকেত আমি ভাল ব'লেই জানতেম্। এদিকেত বেশ ভদ্র লোকের মত দেখতে নব্র।

ভৈরব। হুঁ ! মাকাল ফল।

ভীম। কেন ?

ভৈরব। মশাই মানুষ চেনা বড় সহজ নয় !

ভীম। ভৈরব ! তুমিত কখনই আমার আদেশ লঙ্ঘন কর'নি, তবে আজ সব কথা খুলে ব'লতে কুণ্ঠিত হ'চ্ছ কেন ?

ভৈরব। দেব ! সোণাতে ও খাদ থাকে, মিষ্ট ফলেও পোকা ধরে। আমার পাপ চিন্তা আমার মনে থাক ; আপনার জেনে লাভ কি ?

ভীম। না আমি জান্‌ব, তুমি বল, তোমার ব'লতে ক্ষতি কি ?

ভৈরব। না বীরবর আমায় ক্ষমা কর্‌ন। আমি তা প্রাণান্তেও ব'লতে পারব'না। সে কথা শুন্‌লে আপনকার সুখ শান্তি জন্মের মত চলে যাবে !

ভীম। আঃ ! না ভৈরব তোমায় ব'লতেই হবে। তুমি এখনি বল, আর আমার কথা চেলনা।

ভৈরব। যার চুরি যায়, সে যদি না জান্‌তে পারে, তা হ'লে কেমন স্মৃখে থাকে। না জানাই ভাল।

ভীম। উঃ সন্দেহ কি যত্নগা।

ভৈরব। কুলটার পতি অন্ধ হ'লেই ভাল।

ভীম। উঃ অসহ।

ভৈরব। যে স্ত্রীকে সন্দেহ করে, অথচ ভাল বাসে, তার মত হতভাগী আর জগতে নাই। মহাশয় সাবধান, সন্দেহ কালসপকে যেন হৃদয়ে স্থান না দেন। জগদীশ ! জগতে সন্দেহ রোগ যেন কারো না জন্মায়।

ভীম। ভৈরব ! আর কেন তুমি সব খুলে ব'ল, আমি চিরবোঁগী হ'য়ে জীবন-যাপন কর'বোনা। যখনি বোঁগ নির্ণয় হবে, তখনি তার প্রতিকার কর'বো। তুমি যা জান বল ; আর বিলম্ব কর'বোনা। সত্য বটে সন্দেহ উৎকট রোগ, উৎকট রোগের উৎকট ঔষধ ও আছে।

ভৈরব। এখন আমি আপনার বীরোচিত কথা শুনে আত্মদিত হ'লেম। উঃ স্ত্রী জাতির স্বভাব কি কদর্য ! ঈশ্বর সমক্ষে তাহারা অবলীলাক্রমে যে সকল ব্যাপার সমাধা করে, স্বামীর নিকট সে সকল বিষয় উল্লেখ করিতেও সাহস করে না। ব্যভিচার না করা নয়, ব্যভিচার গোপন করাই তাহাদের সতীত্ব।

ভীম। যথার্থ ব'লেছ।

ভৈরব। মহাশয় ! যে আবাল বন্ধু জন্মদাতা পিতাকে বঞ্চনা কর'ছে, সে যে আপনাকে বঞ্চনা কর'বে, তার আর বিচিত্র কি ?

ভীম। তবে সে কি আর প্রতারণা কর'তে বাকি রেখেছে ! কে বলে নারির হৃদয় কোমল ? যে বলে সে মুখ', সে নির্দোষ !

ভৈরব। মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন। আপনাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসি বলেই এত কথা বলেম।

ভীম। আমি বাবজীবন তোমার স্বর্ণে আবদ্ধ রইলেম।

ভৈরব। আজ্ঞে এ দাস চিরদিনই আপনার পদানত।

ভীম। (স্বগত) হায়! কেন আমি বিবাহ করেছিলাম। বোধ হয় এ আরো জানে। (প্রকাশ্যে) এখন তুমি যাও এর পর যদি কিছু জানতে পার, আমায় জানিও।

ভৈরব। দেব! আর এ বিষয় আন্দোলন করবেন না, আমি বলি চন্দ্রনাথকে যদি পুনরায় কার্য্য দেওয়া উপযুক্ত বিবেচনা করেন; (আর কেন? সেও কার্য্যকুশল বটে) তথাপি তাকে পুনরায় পদাভি-
ষিক্ত করতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করবেন।

ভীম। কেন বল দেখি?

ভৈরব। আজ্ঞে হাঁ, একথা বলবার একটু তাৎপর্য্য আছে। দেবি যত আপনাকে তাব নিমিত্ত অনুরোধ করবেন, ততই চন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অনুবাগ প্রকাশ পাবে। আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন, যা ভেবেছিলাম, আপনার অনুরোধে সকলই বললেম। এখন আসি।

ভীম। না, তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। এখন যাও আমি কিছুক্ষণ নির্জনে থাকব।

ভৈরব। যে আজ্ঞা চললেম।

[ভৈরবের প্রস্থান।]

ভীম। (স্বগত) ভৈরবের স্বভাব মন্দ নয়, যা বলে সকলই যুক্তি মঙ্গত, সকলই সম্ভব। হায় কেন আমি বিবাহ ক'লেম! বিবাহের কি এই ফল? স্বর্ণলতা কি এমন হবে? হয় হ'লো ক্ষতি কি? এত যত্নে যে পাখী পোষমানেনা,—কিছুতেই মানেনা—তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত, বনের বিহঙ্গ! উড়ে যাও,—যথা ইচ্ছা যাও—ভীমসিংহের হৃদয় পিঞ্জর ভেঙে উড়ে যাও—যার কাছে ইচ্ছা তার কাছে যাও, স্বখে থাক। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) তবে কি স্বর্ণলতাকে ত্যাগ কর্তে হবে?—এ জীবনের মত ত্যাগ কর্তে হবে?—তা আমি পারব'না। জীবন

থাকতে জীবন্ময়ী স্বর্ণলতাকে ত্যাগ কর্তে পারব'না! উঃ! পরিণয় কি বিষময়! কে বলে স্বর্ণলতা আমার? সে তার নীচ রক্তির। অপরের সম্ভোগ জন্মই কি আমি বিবাহ করেছিলাম। স্বর্ণলতা! স্বর্ণলতা! তোমার মনে এই ছিল! অথবা তোমার দোষ কি? ইহা সংসারের ধর্ম, স্ত্রী জাতির ধর্ম। জগতে কে এমন বড় লোক আছে, যার স্ত্রী অসতী নয়? হা বিধাতঃ! কাল ভুজঙ্গিনীকে কেন এমন লাবণ্যময়ী মোহিনী মূর্তি প্রদান করেছিলে? বিব রাখিবার কি আর স্থান ছিল না? তাই স্বর্ণ কলসে কালকূট স্থাপন করলে। উঃ এই যে স্বর্ণলতা আসছে।

(স্বর্ণলতা ও সরমার প্রবেশ।)

স্বর্ণ। নাথ! বেলা অনেক হ'য়েছে।

ভীম। চল যাই।

স্বর্ণ। আপনি আজ এমন করে কথা ক'চ্ছেন কেন? অসুখ হ'য়েছে না কি?

ভীম। না, অল্প মাথা ব্যথা ক'রছে।

স্বর্ণ। কল্য রাত্র-জাগরণেই হ'য়ে থাকবে, আসুন মাথাটা বেঁধে দি। (মস্তকে কমাল বন্ধন ও হস্ত হইতে অঙ্গুরীয় পতন)

ভীম। ও কমাল বড় ছোট, এতে হবেনা চল এখন যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

সরমা। (স্বগত) বেস হ'য়েছে হাত থেকে আংটিটা পাড়ে গেল টের পাইনি। কর্তার এতে কি দরকার? তিনি কেন আমাকে এটা বার বার চুরি করতে বা'লেছেন? ধর্ম জানেন, আমি এটা তাঁকে দেব। সেনাপতি প্রথম সাক্ষাৎ দিনেই দেবীকে এই আংটিটা দিয়েছিলেন। দেবী কত ভাল বাসেন। সদাই কাছে করে রাখেন; চুষন করেন।

(ভৈরবের প্রবেশ!)

ভৈরব। বলি তুমি এখানে যে? একলা এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

সরমা। আমায় তিরস্কার ক'রনা, আমি তোমারই জন্মে একটা জিনিস রেখেছি।

ভৈরব। আমার জন্তে ? কৈ কি দেখি ?

সরমা। না দেখাবনা।

ভৈরব। আ মোলো।

সরমা। হাঁ আমি তোমার জন্ত চুরি কর'লেম, তুমি আমায় গাল দেবে বৈকি ?

ভৈরব। আগে জিনিষটাই দেখাও।

সরমা। কি দেবে বল ? তার পর দেখাব।

ভৈরব। জিনিষ না দেখে কি দর দাম হয় ?

সরমা। এই দেখ (ভৈরবের বলপূর্বক অঙ্গুরী গ্রহণ)

ভৈরব। আদরিনি ! তুমি জন্ম সধবা থাক। ভৈরব তোমার কেনা গোলাম্ হ'ল।

সরমা। তোমার এত কি দরকার ? স্বর্ণলতা না পেলে পাগল হবে।

ভৈরব। কি দরকার তোমার জেনে কাজ নেই। এখন যাও আমি যাচ্ছি।

[সরমার প্রস্থান।]

ভৈরব। (স্বগত) বেশ হ'য়েছে, এইটে চন্দ্রনাথের ঘরে ফেলে দেব; তা হ'লেই হবে। আর যায় কোথা, এই সামান্য পদার্থই দুর্ভাগ্য রাবণের মৃত্যুবান। এই যে সেনাপতি আসছে। শুধুনি শাকই খাও, আর সোমসিকুই খাও, কিছুতেই আর তোমার সুম হবেনা। সুখের দফা শেষ হ'য়েছে।

(ভীমসিংহের প্রবেশ।)

ভীম। অসতী ! স্বর্ণলতা অসতী ! উঃ !

ভৈরব। দেব এখন ও সে বিষয় চিন্তা ক'রছেন।

ভীম। দূর হও, আমার সাম্নে থেকে যাও। তুমিই আমার সর্বনাশ করেছ, আমার মনে অগ্নি জ্বলে দিয়েছ।

ভৈরব। সে কি দেব ?

ভীম। যদি সব ভেঙে না বল্‌বি, তবে সে কথা উল্লেখের কি দরকার ছিল ? (অগ্রমনস্ক ভাবে) আমি কিছই দেখি নাই, কিছুই জান্‌তেম না ; আমারত কোন অনিচ্ছই বোধ হয় নাই, আমি নিশ্চিত মনে সমস্ত রাত্রি স্থখে নিদ্রা গিয়াছি। কৈ চন্দ্রনাথের চুঘন চিত্ত তার অধবে অঙ্কিত ছিলনা।

ভৈরব। বীরবর ! অকারণ আমার উপর রাগ ক'রছেন।

ভীম। (অগ্রমনস্ক ভাবে) যার চুরি যার সে যদি না জান্তে পারে, তবে তার ক্ষতি কি ? যদি আপামর সমস্ত সেনাদল আমার অসাক্ষাতে স্বর্ণলতাব স্রুধুর দেহ সন্তোষ করতো, তা হলেও আমি সুখি হতেম, কিন্তু এখন আমার কি সর্বনাশ হ'লো ! শাস্তি জগ্নের মত বিদায় লও। সন্তোষ আর এ অভাগার হৃদয়ে স্থান পাবেনা। উঃ আমি যে চতুর্দিক অন্ধকার দেখছি—পৃথিবী শূন্য, জগৎ শূন্য, চতুর্দিক শূন্য। আমার কেহই নাই। কিছুই নাই। তরবারি ! তোমার সাহায্যে আমি মান সন্ত্রম সকল পেয়েছি, তুমি ও বিদায় লও। অভাগা ভীমসিংহের তোমাকে আর প্রয়োজন নাই। মা বসুন্ধরে ! তোমার গর্ভে এ হতভাগ্যকে স্থান দাও আর যাতনা সহ্য হয় না। ভগবান্‌ দীনবন্ধু প্রভো ! তোমা ভিন্ন অধিনের আর কে আছে ? আমার হৃদয়ে শান্তি দান কর। আঃ ! (অবসন্ন ভাবে উপবেশন)

ভৈরব। সে কি দেব এমন হলেন কেন ?

ভীম। পাপাত্মা ! তুই আমার সর্বনাশ ক'রেছিস্ আমার সকল সুখ হরণ করেছিস্। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দে, নচেৎ এখনি তোকে খণ্ড খণ্ড ক'রব। (ভৈরবের প্রীতি ধারণ)

ভৈরব। অবশেষে কি এই হল !

ভীম। হয় আমায় দেখা না হয় প্রমাণ কর। নচেৎ এই তরবারিই তোর নরকের পথ প্রদর্শিনি হবে।

ভৈরব। প্রভোঃ !—

ভীম। যদি সাধ্বীমতী স্বর্ণলতার নিন্দা করিস্, যদি আমার সর্বনাশের ইচ্ছা থাকে, তবে আর কেন প্রভু বলে সন্মোদন করিস্।

স্বর্ণলতা অসতী শুন্লে যে সকলে আশ্চর্য্য হবে। স্বর্ণের দেবতা নরকের পিশাচগণ ও রোদন করবে।

ভৈরব। হা ঈশ্বর! হা ধর্ম! আমার কেহই নাই। আমি কেন বলতে গিয়েছিলাম; ভাল মানুষের কাল নয়, আমি কেন প্রকাশ কল্পেম। সকলে দেখ সরল হওয়া বড় সোজা কথা নয়; অনেক বিপদ আছে। আজ হতে আর মানুষের মুখ দর্শন করবনা, কার সঙ্গে কথা পর্যান্তও কইব না—প্রাণান্তেও সত্য বলবনা।

ভীম। ভৈরব! কি জান সত্য বল।

ভৈরব। সত্য বলে হবে কি? যাদের বুদ্ধি নাই তারা সত্য বলুক। আমার দিব্য-জ্ঞান হ'য়েছে আর না (নাকৈখত)

ভীম। (স্বগত) একবার মনে হয়, স্বর্ণলতা সতী, আবার মনে হয় অসতী। একবার মনে হয় ভৈরব মিথ্যাবাদী, আবার পরক্ষণেই মনে হয় ভৈরবের কথা সমুদায় সত্য। উঃ সন্দেহ কি ভবানক যন্ত্রণা! স্বর্ণলতার সে তপ্তকাঞ্চন প্রতিম বর্ণকান্তি তামসী নিশির তায়, মসী-ময়ী বোধ হ'চ্ছে। সে লাবণ্যাললিমা আমার চক্ষে কালিমার তায় অনুভূত হচ্ছে। আর যাতনা সহ্য হয় না। উদ্বুদ্ধনে হৃৎ, বিষপানে হৃৎ, শীত্রেই এ পাপ জীবনের শেষ করব। (প্রকাশ্যে) ভৈরব যা জান সব খুলে বল আর যাতনা দিওনা।

ভৈরব। বীরবর! অশান্ত হবেন না, আমি শীত্রেই প্রমাণ শুদ্ধ বলছি।

ভীম। বল আমার মন সুস্থ হ'ক্ সন্দেহ দূরে যাক।

ভৈরব। চাক্ষুষ কোন প্রমাণের প্রত্যাশা করবেন না; কেননা এ সকল বিষয় গোপনেই হ'য়ে থাকে। তবে যে সকল প্রমাণ সত্যের ছায়া-স্বরূপ, যাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না, তা বথেক দিতে পারি।

ভীম। কি জান বল।

ভৈরব। আপনার অনুরোধেই বলছি, আমার কোন দোষ নাই। সম্প্রতি একদিন আমি চন্দ্রনাথের সঙ্গে একত্রে শয়ন করি। আমার

সে দিন এই দাঁতের গোড়া ফুলে দাঁত কড়া হয়েছিল। কাজেই যাতনায় সাবা-বাতি ঘুম হয়নি। কয়েক ক্ষেপে বিছানায় পড়ে থাকতে হল। জানেনত যাদেব বাতিকেব ধাত তাবা ঘুমতে ঘুমতে স্বপ্ন দেখে, আর মনের কথা সব বলতে থাকে; চন্দ্রনাথ ও সেই ধাতের লোক। সে ঘুমতে হঠাৎ বলে উঠলো “স্বপ্নলতা প্রিয়তমা আমাদের প্রাণয় কেউ যেন না টের পায, খুব গোপনে রাখতে হবে।” তাব পব আমার হাত ধবে আদব কবে বলে “প্রিয়তমা! তোমাব মত স্তম্ভবী আর জগতে নাই” এই বলেই আমার অধবে এন্নি চুম্বন ক’বলে, যে বোধ হল আমায় প্রাণ ক’রবে। অবশেষে *——* ঘনং চুম্বন ক’বতে বলে “বিধাতার কি অবিচার, তোমাব মত স্তম্ভবীকে কুৎসিত মারহাটার হাতে সমর্পণ ক’বলে। বানরের গলাব মৃত্তাব মালা!”

ভীম। ভৈবব! নিরস্ত হও, যথেষ্ট হ’য়েছে, আর শুনতে চাহিনা।

ভৈরব। বীরবর! এখনি রাগে অধীর হলেন, এ তাব কেবল স্বপ্ন বৈত নয়।

ভীম। হুঁ স্বপ্ন! পিশাচিকে খণ্ড খণ্ড করে কাটলে তবে গায়ের জ্বালা যায়।

ভৈবব। না না চাক্ষুষ কিছু না দেখে একাজ করা ভাল নয়। পরে অনুতাপ কর্তে হবে। আপনিনা দেবিকে একটা আংটা দিযে-ছিলেন? সে আংটাটা কোথা?

ভীম। কোন্ আংটা?

ভৈরব। সেই যে ষাতে সাপের মাথা আছে।

ভীম। সেটা তারই কাছে আছে।

ভৈরব। আজ্ঞে সেটা এখন কি তাঁর কাছে আছে? অনুসন্ধান করবেন দেখি।

ভীম। কেন কেন কি হয়েছে?

ভৈরব। সেই রকম একটা আংটা আমি চন্দ্রনাথের হাতে দেখে-ছিলাম।

ভীম। উঃ! কালসাপিনী এই কি তোর সতীহ? ভৈরব! চন্দ্র-

নাথের সামান্য কথিরে কি মনের দাবানল নির্ধাপিত হবে? সহস্র বার তাকে সহস্রে হত্যা করলেও সে ছুরাচার সমুচিত দণ্ড হয় না।

ভৈরব। বীরবর! অস্থির হবেন না।

ভীম। ভৈরব! দাবানল প্রজ্বলিত হলে কার সাধ্য নির্ধাপন করে?

ভৈরব। এর পর আপনার মন ফিরে যেতে পারে।

ভীম। না ভৈরব! এ মন ফেরবার নয়। অসতী কখনই সতী হয় না। কিছুতেই হয় না—ভীমসিংহের মন ও কিছুতেই ফিরবে না। লোকলোচন চন্দ্র হৃদয়! মা বসুন্ধরে! ভগবতী কাত্যারনি! তোমরা সাক্ষী, তরবারি! তোমাতে ভবানীর নামাঙ্কিত আছে—তুমিই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, জীবন, অবলম্বন। তুমিও সাক্ষী, যদি ভীমসিংহ মোহ পরতন্ত্র হয়ে অসতী পত্নীর বথার্থ দণ্ড বিধান না কবে তা হলে যেন অগ্ন জন্মে ছাগের গর্ভে এ পাপাত্ম্য জন্ম হয়। (ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া) ভৈরব। তুমি একদিনের তরেও যদি আমাকে অন্তরেব সহিত ভাল বেসে থাক—সমস্ত অমর ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ জেনে এই পবিত্র তববারি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কর, যে তেরাজির মধ্যে তুমি আমাব সেই পরম শত্রু চন্দ্রনাথের মস্তক সহস্রে ছেদন করবে।

ভৈরব। যে আজ্ঞা, চন্দ্রনাথ আর জীবিত নাই। এ দাস শীঘ্রই আপনার আদেশ পালন কর্বে। কিন্তু দেবিকে কিছু বলবেন না।

ভীম। কি তাকে কিছু বলবেন। কাল ভূজঙ্গিনীকে পুনর্বার হৃদয়ে স্থান দেব। পাণ্ডাসমী পিশাচী অন্তঃপুরে থাকবে? তা কখনই হবে না। তুমি চন্দ্রনাথকে বিনাশ কর। আমি স্বয়ং পাণ্ডারদীর প্রাণদণ্ড করব।

ভৈরব। এ দাস চিরদিনই আপনার আজ্ঞাধীন।

[উভয়ের প্রস্থান।]



দ্বিতীয় দৃশ্য।

দুর্গস্থ উদ্যান।

(স্বর্ণলতা, সরমা ও ভৃত্যের প্রবেশ।)

স্বর্ণ। ওরে চন্দ্রনাথ কোথায় থাকে জানিস্ ?

ভৃত্য। (স্বগতঃ) জানি ব'লেই ডাক্তে পাঠাবেন, না বলাই ভাল। (প্রকাশ্যে) না।

স্বর্ণ। মিথ্যা বলছিস্ ?

ভৃত্য। মিথ্যা বলছি, না।

স্বর্ণ। ভাল খুঁজে ডেকে আন।

ভৃত্য। কোথায় খুঁজব।

স্বর্ণ। যেখানে পাবি ; সেত আব পৃথিবী ছেড়ে যায়নি।

ভৃত্য। তা গেলেই ভাল হ'ত। এক ডাকেই সাকিমটা বলে দিতাম।

স্বর্ণ। কোথায় ?

ভৃত্য। যমালয়।

স্বর্ণ। তা হলে তাকেও সেখানে পাঠাতেম।

ভৃত্য। আমি সেখানে গিয়ে কি কব্ব। গরিব মানুষ আমাকে কে চেনে ? যাদের ধন বেশী, মান বেশী, তারা যাক্। আদর পাবে।

স্বর্ণ। যা, লোককে জিজ্ঞাসা করে যা।

ভৃত্য। আমি আবার লোক কোথা পাব। আপনি লোক দিন, আমার সঙ্গে গিয়ে দেখিয়ে দিবে আসুক।

স্বর্ণ। যা রাস্তাব লোককে জিজ্ঞাসা করে যা। শীঘ্র আসিস্।

ভৃত্য। বাই আগে তবৈত আসব।

| প্রস্থান।

স্বর্ণ। সরমে আংটিটা কোথা ফেল্লেম।

সরমা। কি জানি। সৃষ্টিময় খুজ্লেম কৈ কোথায়ত দেখতে পেল্লেম না।

স্বর্ণ। কোথায় রাখ্লেম কিছুই ত মনে হচ্ছে না।

সরমা। বোধ করি বাঁ হাতে কোথায় রেখেছ। তাই মনে হচ্ছেনা।
এর পর পাবে।

স্বর্ণ। আমার এই ডান হাতের হীরার আংটিটা হারালেও খেদ ছিল না, কিন্তু সেটা হারিয়ে বড় কষ্ট হচ্ছে। কি ভাগ্যি আত্মপুত্র তেমন নয়, এক দিনের তরেও আমাকে সন্দেহ করেন না, তাই রক্ষা নচেৎ এই হারানতে কি সর্বনাশই হ'ত।

সরমা। সখি তুমি কি বল প্রভুব প্রেমবিদ্বের নাই।

স্বর্ণ। অশ্রু পুষ্পের মত তাঁর সে দোষটী নাই। তিনি নিজে সরল সর্বলেরই সঙ্গে সরল ব্যবহার করেন।

সরমা। সরলাব কাছে সকলেই সরল। এই যে দেব এইদিকে আস্ছেন।

স্বর্ণ। বেশ হয়েছে যতক্ষণ চন্দ্রনাথ না আসে, ততক্ষণ আমি আত্মপুত্রের সঙ্গে থাক'ব।

(ভীমসিংহের প্রবেশ।)

নাথ ! এতক্ষণে অধিনীকে মনে প'ড়লো।

ভীম। প্রিয়ে ! (স্বগতঃ) মনোভাব গোপন করা কি কঠিন (প্রকাশ্যে) যে প্রতিমা মনোদর্পণে সর্বদাই প্রতিবিম্বিত রয়েছে তারে কি আবার মনে কর্তে হয়।

স্বর্ণ। দেখবেন অধিনীকে ভুলবেন না ;

ভীম। পুষ্পেব মন দৃঢ় স্থির—প্রবল রুক্ষিতে ও বিচলিত হয় না ;
কিন্তু নারীর সাগরের জল সততই চঞ্চল।

স্বর্ণ। নাথ আপনার প্রতিজ্ঞা কবে পূর্ণ ক'রবেন।

ভীম। কি প্রতিজ্ঞা ?

স্বর্ণ। কেন চন্দ্রনাথকে কাজ দেবার কি হল ?

ভীম। আমার বিবাহের রাত্রে তোমায় যে আংটিটা দিয়েছিলাম সেইটে একবার দাও দেখি।

স্বর্ণ। সেটা আমার কাছে নাই।

ভীম। সে কি আমি সেটা তোমায় যত্ন করে রাখতে বলেছিলাম। তুমি হারালে ?—অনায়াসে অবজায় হারালে ? মা আমায় দিয়ে যান্, এবং বলে যান্ যে, যদি কখন বিবাহ কর, বউকে এই আংটিটি দিও কখন তোমাদের প্রণয় বিয় হবে না। এতে মন্ত্ৰগুণ আছে।

স্বর্ণ। সে কি ? নাথ আপনি একদিনও ত একথা বলে ন্নি।

ভীম। বলিনি বলেই কি হারালে, বল্লে কি হারাতে না।

স্বর্ণ। তা হলে নিতাম না।

ভীম। কেন কেন নিতেনা কেন ?

স্বর্ণ। কি জানি যদি হারিয়ে যায়।

ভীম। হাবিয়ে গেছে নাকি ? অঁঠ, আর পাওয়া যাবে না।

স্বর্ণ। না হারায় নি।

ভীম। তবে গেল কোথায়, সত্য করে বল কোথায় ফেলে ?

স্বর্ণ। আমাদের ঘরে আছে, এর পর পাওয়া যাবে।

ভীম। কৈ আন দেখি ?

স্বর্ণ। এখন থাক, এর পর নেবেন।

ভীম। না না এখনি আন।

স্বর্ণ। চন্দ্রনাথের কি হল ?

ভীম। আমার আংটি কোথা গেল ?

স্বর্ণ। সে এতদিন ধরে—

ভীম। হাবাল কেমন করে ?

স্বর্ণ। সেই জুই কি আপনি আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন।

ভীম। না আমি চলেম।

সরমা। দেবি! প্রভুর মন কেমন সন্দিহান দেখলে ত।

স্বর্ণ। কৈ পূর্বেত এমন ছিলনা, কেন এমন হলো। আমি কেন সে আংটিটা হারালেম; অবশ্যই তার কোন বিশেষ গুণ আছে, তা না হলে এমন কর্কেন কেন?

সরমা। না সখি, পুরুষের স্বভাবই এই।

স্বর্ণ। সখি পুরুষের দোষ দিওনা, সকলই কপালের দোষ।

সরমা। ঐ যে চন্দ্রনাথ আসছে।

(চন্দ্রনাথ ও ভৈরবের প্রবেশ।)

ভৈরব। বুঝলেন আর কোন উপায় নাই। আপনি একটু জিদ করে ধরলেই হবে। মেয়ে মানষের মন, কঁাদ কঁাদ মুখে ছুট কথা বলেই গলে যাবে। আপনি একটু কাতর হয়ে বলুন দেখি।

চন্দ্র। দেবি আমার কি হল? যদি নিতান্তই না হয়, তবে অল্প উপায় দেখি, অনর্থক বিলম্বে লাভ কি? অগত্য। এতেই সন্তুষ্ট থাকব। কিছু না জোটে, অবশেষে ভাগ্যদ্বারে ভিক্ষা করে খাব।

স্বর্ণ। চন্দ্রনাথ তোমার হয়ে আমি যথাসাধ্য অনুরোধ করছি। কিন্তু তিনি ইদানীং আমাব প্রতি বিরক্ত হয়েছেন। কেন, তা বলতে পারি না, বোধ করি তিনি প্রসন্ন হলেই তোমাকে কাজ দেওয়াব, এখন কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করতে হবে।

সরমা। হাঁ তিনি কিছু বিরক্ত হয়ে এখান থেকে এই মাত্র চলে গেলেন।

ভৈরব। কৈ তিনিত কখন কারুর উপর অত্যাচার করেন না। বোধ করি কোন বিষয় ঘটে থাকবে, যাই আমি তাঁকে সান্ত্বনা করিগে।

[প্রস্থান।]

স্বর্ণ। চন্দ্রনাথ তোমার কোন চিন্তা নাই। আর্য্যপুত্রের মন নিশ্চয় কোন গুরুতর বিষয়ে ব্যস্ত আছে। তা না হ'লে, এত চিন্তিত এত অস্থির হবে কেন। ভবানি কখন তাঁর চিন্তা দূর হ'ক্। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। সরমে আমরা অনর্থক তাঁর দোষ দিচ্ছিলাম, তাঁর কোন

দোধ নাই। মানুষের মন যখন কোম বিষয়ে ব্যস্ত থাকে, তখন সুখকর বিষয়ও কষ্টকর হয়। সখি! আমার পোড়া মনে কত সন্দেহ হচ্ছিল, কত ভয়ই হচ্ছিল, তা আর কি বলব।

সরমা। সতীর ভয় কি সখি? মাষিক্ত্রী যে যমের মুখ থেকে সত্যবানকে কেড়ে এনেছিল।

স্বর্ণ। চন্দ্রনাথ তুমি এখানে অপেক্ষা কর। যদি আমি তাঁকে স্নেহব দেখি তা হ'লে তোমার জন্তে অনুরোধ করব।

[স্বর্ণলতা ও সরমার প্রস্থান।]

চন্দ্র। এ দাসের প্রতি এত অনুগ্রহ না হলেই বা আপনাকে ধরব কেন বলুন। এদিকে আবার ঝন্ড কবে কে আসছে। এবে দেখছি বিনোদিনী, আমলে। এদিকে আসছে কেন। (প্রকাশ্যে) বলি যাওয়া হচ্ছে কোন্ দিকে।

(বিনোদিনীর প্রবেশ।)

বিনো। তোমাব দিকে।

চন্দ্র। আমিও তোমার দিকে যাচ্ছিলাম তবে দিগ্বিদিগ্ না চাওয়াতে পেরেই এই দিকে এসে পড়েছি।

বিনো। তা বেশ করেছ, বলি—এত দিন ছিলে কোথা?

চন্দ্র। বড় কাজেব ভিড়, তাই তোমাব চাঁদ মুখ খানি দেখে আসতে পাবিনি।

বিনো। এক সপ্তাহ কাজেব ভিড়? সাত রাত সাত দিন কাজেব ভিড়? এমনি ভিড় একদণ্ড আমার বাড়ী যেতে অবকাশ হয়নি?

চন্দ্র। তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি, আমার দম ফেলবাব যো নাই।

বিনো। এমন বেদম কাজ কল্লে চলবে কেন? আমি তোমায় না দেখে থাকতে পারিনে। আমার মন যে কেমন কবে, এই সাত দিন যাওনি মনের ভিতর কত খানাই হচ্ছিল।

চন্দ্র। তুমি আমায় এমনিই ভাল বাস বটে।

বিনো। বাসিনা তবে দেশ ছেড়ে, মা বাপ ছেড়ে তোমাব পেছন
বিদেশে এলেম কেন?

চন্দ্র। আমি ও কি তোমাকে ভাল বাসিনে, আজ রাত্রে যাব।
এখন এই আংটিটা নিয়ে যাও।

বিনো। বোঝা গেছে কেন যাওনি। এতটা ক'রে মলুম তার
ফল কি এই হ'ল? এখন হুতনে গিয়ে মজ্লে।

চন্দ্র। সন্তি বলছি, আমার হুতন পুরাতন সকলই তুমি, তোমা ভিন্ন
আর কাহাকেও জানিনা।

বিনো। তবে এ আংটি পেল কোথা।

চন্দ্র। তা জানিনা। আমার ঘরে কেউ ফেলে গিয়ে থাকবে।

বিনো। তা বটে।

চন্দ্র। এখন এখান থেকে যাও।

বিনো। কেন, যাব কেন?

চন্দ্র। কি জানি সেনাপতি, দেখতে পাবেন।

বিনো। আচ্ছা, কিন্তু আজ রাত্রে যেও তুলনা।

চন্দ্র। এমন কথা তুলতে পারি। চল তোমায় একটু এগিয়ে দিয়ে
আমি।

[উভয়ের প্রস্থান।]



চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

নগরীয় উদ্যান ।

(ভৈরব ও ভীমসিংহের প্রবেশ ।)

ভৈরব । মশাই কি বলেন, স্ত্রী পুরুষের চুষনে দোষ আছে কি না ?

ভীম । দোষ নাই যে বলে, পাপই তার পুণ্য, নরকই তার স্বর্গ ।

ভৈরব । আচ্ছা আমি যদি আমার স্ত্রীকে একটা আংটা দিই--

ভীম । হাঁ, তা কি হয়েছে বল ?

ভৈরব । সে আংটাটা তারই হবে, সুতরাং সে যাকে ইচ্ছা তাকেই দিতে পারে !

ভীম । সতীত্বও তারি ধন সে যাকে ইচ্ছা তাকে দান করুক ।

ভৈরব । সতীত্ব আর আকাশ-কুসুম দুইই সমান, কেউত দেখতে পায়না, সুতরাং থাকলেও আছে, না থাকলেও আছে । কিন্তু আংটাটা যে—

ভীম । থাক্ নিরস্ত হও, আমার সকলি স্মরণ হয়েছে ; আমার জীবনে ধিক্, বীরত্বে ধিক্, ক্ষত্রধৰ্ম্মে ধিক্ । ভাল চন্দ্রনাথ তোমাকে কিছু বলেছে ।

ভৈরব । বলেছে বৈ কি ! কিন্তু এখন কি আব মানবে, প্রাণান্তেও না । লম্পটের আবাব মিথ্যা কথায় ভয় কি ?

ভীম । কি বলেছে ।

ভৈরব । যা বলবার তাই বলেছে ।

ভীম । তবু বলনা ।

ভৈরব । সে কথা শুনলে কি আপনি সুখী হবেন ।

ভীম । পাপিয়সী হুঁচারিণী আমার শয্যাকে কলঙ্কিত করেছে ।

উঃ। বিদাতঃ। ভীমসিংহেব ললাটে কি এই লিখেছিঃ। স্বর্ণলতার
স্বকোমল অঙ্গ পিণ্ডাচবে উপভোগ্য হল। অভাগীর কপালে কি সুখ
নাই। ধর্ম-অধর্ম—পাপ-পুণ্য—সতী-অসতী—আর সহ্য হয় না। হৃদয়
কেন কল্পিত হয়? প্রাণ কেন কাঁদে ভৈরব? কার জন্তে কাঁদি,
যে আমার নয় তার জন্তে আমি কেন কাঁদি? না স্বর্ণলতা অসতী নয়,
তাই হৃদয় কাঁদে। তবে কি নিস্বার্থ পরোপকারী ভৈরবের কথা সকলি
মিথ্যা? না কখনই না, তার রসনা কাল ভুজঙ্গিনী নয়। তবে এ গবল
কেন উদ্গাব ক'বে? এ কালকূট কেন আমার কর্ণে ঢেলে দেবে।
প্রমাণ সকলি সত্য, আমার আংটি কোথা গেল, কে নিলে? আব
কেন সত্যকে নন্দেহ কবি—স্বর্ণলতা অসতী, নিশ্চয়ই অসতী রসনা
একথা বলনা। দারুণ যন্ত্রণা! সহ্য হয় না। স্বর্ণলতা। স্বর্ণলত।
স্বর্ণলতা! উঃ! চন্দ্রনাথ যাকে সর্ব্বশ্রম দিয়ে বিশ্বাস কবেছি, সে
বিশ্বাসঘাতক! স্বর্ণলতা প্রাণাঙ্কভাগিনী, যাকে প্রাণেব সহিত ভাল
বাসি, সে অসতী। আর আমার কে আছে, কাব কাছে সুখ লাভ
ক'ব? যম, তুমিই আমার সহায়, মৃত্যু, তুমিই আমার জীবন, এস তোমা
আলিঙ্গন কবি। (বাত্ত প্রদাবণ) ভীমসিংহ তুমি কি পাগল হলে?
আগে পাণ্ডায়সীর দণ্ড দাও, তার পর মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর। দ্বিচা-
বিণী কলঙ্কিনী স্বর্ণলতা জীবিত থাকবে। উঃ আর যে, থাকতে পারিনা,
ভৈরব! আমি যে চতুর্দিক অন্ধকার দেখছি—(পতন ও মূচ্ছা)

ভৈরব। (স্বগতঃ) ইহে এসেছে, গুপ্ত খুড়ো হিসাব নিলেই হয়।
মাংসের মন্ত্র অনেকে জানে, বিষ ঝাড়াতে অনেকে পারে, কিন্তু ধরান
বড় সহজ নয়। হুঁ হুঁ শরীর মত বিষবৈজ্ঞ সংসাবে কজন আছে?
যেই দুর্গুণ ছিল তাইত সীতার বনবাস হল।

(চন্দ্রনাথের প্রবেশ।)

চন্দ্র। কি হয়েছে এ কি?

ভৈরব। ইচ্ছাৎ মূচ্ছা গেলেন ভয় নাই, কালও এমনি হ'য়েছিল।

চন্দ্র। তা বাতাস কর মাতায় হাত বুলও।

ভৈরব। নানা কিছু কর্তে হবেনা, আপনি সেরে যাবেন এখন।
এই যে চোক চাচ্ছেন। তুমি এখন যাও। ইনি গেলে আমার সঙ্গে
সাক্ষাৎ করো, বিশেষ কথা আছে।

[চন্দ্রনাথের প্রস্থান।]

(ভীমসিংহের প্রতি) আপনি সামলেছেন মাথায় আঘাত লাগেনি ?

ভীম। ভৈরব! আর যে সহ্য হয় না। প্রাণ কেন যায় না!

ভৈরব। না দেব আপনি শান্তি লাভ করুন।

ভীম। শান্তি? আমার শান্তি। স্ত্রী যাব অসতী তার আবার শান্তি?

ভৈরব। জগতে যে কত বর্ণের লোক আছে, কাব সাধ্য চেনে।
চন্দ্রনাথ এমন করে। স্বর্ণলতা। যাকে আপনি মাথার মণি করে বেখে-
ছিলেন, সে অসতী হলো কি পবিত্রাপ।

ভীম। ভৈরব। চন্দ্রনাথ যে আমার এমন সর্বনাশ করছে এ আমি
স্বপ্নেও জানতাম না।

ভৈরব। আপনি মূচ্ছিত হলে সে এখানে এসেছিল, এখন আসবে
আপনি যদি একটু সরে দাঁড়ান তা হলে তার মুখ থেকে সব শুনাতে
পারি। কিন্তু সাবধান, অধীর হবেন না।

ভীম। রক্তাভাষিত সাগর কি কখন স্থির থাকতে পারে। লজ্জা,
ঘৃণা ও ক্রোধ আমার মনে যুগপৎ আঘাত করেছে, আমি কেমন কবে
স্থির থাকব।

ভৈরব। আড়ালে গিয়ে দাঁড়ান এখন সে আসবে। (ভীম-
সিংহের অন্তরালে অবস্থিতি) বেশ হ'য়েছে এখন চন্দ্রনাথকে
বিনোদিনীর কথা জিজ্ঞাসা করব। সে কত হাসবে, আমোদ করবে,
কিছুই টের পাবেনা। সেনাপতির সঙ্গে এসেছে, এখন ভাল মন্দ যা
শুনুক সকলই বিশ্বের মতন লাগবে। (নেপথ্যে দৃষ্টি করতঃ) আসতে
আজ্ঞা হয় সহকারী মহাশয়।

(চন্দ্রনাথের পুনঃ প্রবেশ।)

চন্দ্র। আর ভাই সহকারী নই, এখন ভিখারি বল।

ভৈরব। (মৃদুস্বরে) আপনি স্বর্ণলতাকে ভাল কবে অনুবোধ করুন না। সে যদি বিনোদিনী হত তা হলে কি আর ভাবনা থাকত।

চন্দ্র। (হাস্য)

ভীম। পাষণ্ড আবাব হাসছে।

চন্দ্র। যা বল ভাই বিনোদিনী বড় ভাল বাসে।

ভীম। (স্বগতঃ) চন্দ্রনাথ আর হাসিমুখে, আজ তোর শেষ দিন।

ভৈরব। আপনি নাকি তাকে বিয়ে করবেন? (মৃদুস্বরে)

চন্দ্র। হাঃ হাঃ! কে বলে?

ভৈরব। কেন সকলেই বলে।

চন্দ্র। সত্তি বলুছ।

ভৈরব। বাজার গুজবত এই রকম।

ভীম। (স্বগতঃ) তুই আমার বঞ্চনা কবেছিলি, আমার সর্বনাশ করেছিলি। আমি তোর শোণিত দর্শন কবে, তবে নিরস্ত হব।

চন্দ্র। সে মনে করে বটে আমি তারে বিয়ে করে ঘর সংসার করব। কিন্তু কৈ আমি কত কিছুই বলিনি। সে যে আমারি জন্তে এখানে এসেছে। সে দিন ঐ দিকে বেড়াচ্ছিলাম হঠাৎ এসে আমার সঙ্গে কত কথা বলতে লাগল। কিছুতেই ছাড়তে চায়না।

ভীম। (স্বগতঃ) আর তুই অমনি গলে গেলি?

চন্দ্র। তার সঙ্গে দেখা হ'লে যে কি মজা হয়, তা আর বলতে পারিনে।

ভীম। (স্বগতঃ) স্বর্ণলতা আমার কতদূর বঞ্চনা করেছে উঃ!

চন্দ্র। আমি তাকে ত্যাগ করব।

ভৈরব। বেশ হয়েছে ঐ না সে আসছে?

চন্দ্র। সেইত বটে। বলি এদিকে কি মনে করে? কাকে খুঁজছে?

(বিনোদিনীর প্রবেশ।)

বিনো। আমার মাথা মনে করে। যমকে খুঁজছি।

চন্দ্র। তা খুঁজতে হবে কেন, সময় হলে আপনি আসবে এখন।

বিনো। আমি মলে তুমি বাঁচ, তোমার আপদ যায়। এ আংটিটা কাব। আমায় বোকা বুঝুছ। ভুতে তোমার ঘরে ফেলে গেছে, তুমি কিছু জাননা। নতুন পেয়েছ, আচ্ছা দেখি কদিন থাকে। আমি এত করে মলুম, তবু তোমার মন উঠলোনা? এই নাও তোমার গহনা, এই নাও তোমার আংটি, আমি চল্লম।

চন্দ্র। তুমি রাগ কল্লো। ছি ছি আমার উপর রাগ কর্তে আছে?
বিনো। আর কথায় ভুলিনা।

[প্রস্থান।]

ভীম। আমাবি আংটি। সকলই সত্য আর স্থির থাকতে পারিনা।
চন্দ্র। যাই রাগ ক'রে কোথায় গেল দেখি।

[প্রস্থান।]

ভীম। ভৈরব ওকে বিনাশ করে আমার কি লাভ হবে।

ভৈরব। দেখছেন কেমন হাস্ছিল, যেন কিছু মাত্র ভয় নাই।

ভীম। ভৈরবঃ? আমি এখন কি করি?

ভৈরব। আপনি ওখান থেকে আংটিটা দেখেছিলেন, দেবীর কাছ থেকে নিয়ে আবার বেশ্যাকে দিয়েছে। বুকের পাটা দেখুন।

ভীম। শত সহস্র বার ছুরাঘার শিরচ্ছেদ করলেও আমার তৃপ্তি হয় না। স্বর্ণলতা! পিশাচী! তোর কি কিছু মাত্র ভয় হ'ল'না?

ভৈরব। সংসারের গতিকই এই, একথা আর মনে স্থান দেবেন না ভুলে যান।

ভীম। না ভৈরব ভুলব'না, আজই দুশ্চারিণীর সমুচিত দণ্ড বিধান ক'বো। আজই বিবময়ী কাল-মাপিনীকে টুক'বা টুক'বা ক'রে কাট'ব। সৌন্দর্যের কি মোহিনী ক্ষমতা, কি প্রবল প্রভাপ এত দিন আমার মস্তক পদতলে দলন করছিল? আমায় অঙ্গ ক'রে রেখেছিল?

ভৈরব। বীরব! আব কেন অনর্থক কুচিন্তা কবেন।

ভীম। না দুশ্চারিণীকে আর পৃথিবীতে রাখা কর্তব্য নয়। তার পাপের পরিমাণ পূর্ণ হয়েছে, নরকের দ্বার তার জন্ত উন্মুক্ত রয়েছে শীঘ্র তাকে সেখানে পাঠাব।

ভৈরব। সুন্দরী হলে কি সতী হতে নাই।

ভীম। সুন্দরী বিষধরী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী, রাক্ষসী হতে মায়াবিনী, পিশাচী হতেও কুৎসিতা। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) ভৈরব। আমি কি নির্দয়? স্বর্গলতাকে ছিন্ন কর্তে উচ্ছত হচ্ছি। যাকে এক মুহূর্তের জঘন্য না দেখলে মন অসুখী হয়, তাকে না দেখে কেমন করে প্রাণধারণ করব?

ভৈরব। আমিও বলি দেবিকে বিনাশ করে কাজ নাই। তিনি জীবিত থাকুন, তা হ'লে আপনিও সুখে থাকবেন।

ভীম। কি আমি ক্ষত্রিয়, স্নেহ নই। অসতীকে জীবিত রাখলে নরকেও আমার স্থান হবেনা।

ভৈরব। দ্বীর অসতীত্ব কাব সম্ব হয়?

ভীম। আবার আমারি বন্ধু ব সঙ্গ।

ভৈরব। আরও অসম্ব।

ভীম। ভৈরব! আমাকে বিষ দাও। আমি তাব সঙ্গে আলাপ করবনা কি জানি আবার—তার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে পড়বো। আজ রাত্রেই—আর বিলম্ব নয় না।

ভৈরব। না, না, বিষ দিয়ে কাজ নাই। আপনার শয্যাকে কলঙ্কিত করেছে, শয্যাতেই শেষ করুন।

ভীম। বেশ! সেই উত্তম পরামর্শ।

ভৈরব। আমিও অল্প চন্দ্রনাথকে হত্যা কর'ব। (নেপথ্যে ভেরীধ্বনি)

ভীম। বেশ, একি অকস্মাৎ ভেরী ধ্বনি হল কেন?

ভৈরব। বোধ করি মহাবাজেব কাছ থেকে কোন সংবাদ এসে থাকবে। এই যে দেবী কার সঙ্গে এদিকে আসছেন।

(বিশ্বস্তুর ও স্বর্গলতার প্রবেশ।)

বিশ্ব। বৎস চিরজীবি হও। মহারাজ তোমাকে এই অনুজ্ঞা পত্র খানি দিয়েছেন।

ভীম। তাঁর আদেশ আমার শিবোধেয়া। ভগবতী সর্বমঙ্গলা তাঁর সর্বোচ্চ মঙ্গল করুন।

ভৈবব। মহাশয়ের সমস্ত মঙ্গল।

বিশ্ব। হাঁ তুমিত ভাল আছ? কৈ চন্দ্রনাথ কোথা? তাঁরে যে দেখেছিনে, ভাল আছেত?

ভৈবব। ই। জীবিত আছে বটে।

স্বর্ণ। সম্প্রতি আর্ধ্যপুত্রের সঙ্গে তাঁর মনান্তর হ'য়েছে, আপনি মিলন ক'বে দেবেন।

ভীম। তাহলেই ভাল হয়। সব আশাই যেতে।

স্বর্ণ। সে কি নাথ।

বিশ্ব। উনি পাড়াতেই ব্যস্ত আছেন, তোমার কথায় মন দেন নাই চন্দ্রনাথের সঙ্গে মনান্তর হ'য়েছে নাকি?

স্বর্ণ। চন্দ্রনাথকে আমি যথেষ্ট স্নেহ করি, এঁদের সম্মিলনে আমি সুখী হব।

ভীম। অগ্নি আর ইন্ধনের সম্মিলন।

স্বর্ণ। নাথ! আর্ধ্যপুত্র!

ভীম। আব সম্ভাবণে কাজ নাই; চের হ'য়েছে।

স্বর্ণ। (বিষম ভাবে) কেন নাথ, আমি কি করেছি।

বিশ্ব। ওঁর রাগ হ'তে পাবে। মহারাজ চন্দ্রনাথকে এখানকার শাসন কর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত ক'বেছেন।

স্বর্ণ। আমি শুনে বার পর নাই সুখী হ'লেম। অনেক দিন পর্য্যন্ত জয়ন্তি যাবার ইচ্ছা হ'য়েছে।

ভীম। সেই জ্যোতাই সুখী না আর কিছু?

স্বর্ণ। কেন নাথ। এমন কথা ব'লছেন কেন?

ভীম। পিশাচি কিছুই জাননা (আঘাতোচ্চম)

বিশ্ব। (ব্যস্ত ভাবে) আহা কি কর?

স্বর্ণ। অধিনী কি অপরাধ ক'রেছে? (রোদন)

বিশ্ব। বৎস! স্বর্ণলতা কাঁদতে সান্ত্বনা কর। ও তোমা বই কাহাকেও জানেনা; তোমার জ্ঞে—

ভীম। আর কাঁদতে হবেন। আমি আর কান্নায় ভুলব'না।

(স্বর্ণলতার প্রতি) দৃষ্টি হ, আমি আর তোর খ দেখতে চাইনে।

স্বর্ণ। দাসী আর এখানে থেকে আপনাকে, বিরক্ত করবেনা।

(গমনোচ্চম)

বিশ্ব। বৎস! স্বর্ণলতাকে ডাক, সাহসনা কর।

ভীম। স্বর্ণলতা!

ভর্ণ। নাথ।

ভীম। (বিশ্বস্তরের প্রতি) আপনার কি দরকার বলুন, কেন ডাকলেন।

বিশ্ব। সে কি?

ভীম। আপনি না আমাকে ডাকতে বলেন। ভাল দরকার না থাকে চলে যাক্ দূর হ'ক। কেবল কাঁদতে জানেন। কাঁদ কাঁদ খুব কাঁদ। বলি কান্নাতে আর আমি গ'লে যাবনা। যা এখান থেকে যা, দূর হ। আবার দাঁড়িয়ে কাঁদছি।

[স্বর্ণলতার প্রস্থান।

(বিশ্বস্তরের প্রতি) মশাই কল্যাই আমি এখান থেকে যাত্রা করব। আপনি আজ আমার এখানে আহার করবেন। পিশাচী!

[প্রস্থান।

বিশ্ব। স্ত্রীর গায়ে অবলীলা ক্রমে হাত তোলে অ'্যা।

ভৈরব। কি ভাগ্যি অসি তোলেন নি।

বিশ্ব। চিঠি পড়েই কি রক্ত গরম হয়ে গেল।

ভৈরব। কি জানি।

বিশ্ব। পবিত্র প্রণয়ও এত চঞ্চল! কি পরিতাপ!

[উভয়ের প্রস্থান।

(ভীম ও সুরমা)

হৃদয় দরদালান।

(ভীমসিংহ ও সুরমার প্রবেশ।)

ভীম। তবে তুমি কিছু দেখনি।

সুরমা। দেখা দূরে থাক্, মনেহ পয্যস্ত ও করিনি।

ভীম। ভাল চন্দ্রনাথকে কখন তার সঙ্গে দেখেছ।

সুরমা। দেখেছি। কিন্তু সেত আমার সাম্নে যা যা কথা ক'য়েছিল সব শুনেছি।

ভীম। তারা কি চুপিহ কোন কথা করনি?

সুরমা। না, আমি তাদের সকল কথাই শুনেছি।

ভীম। ভাল তারা তোমায় কোথাও সরিয়ে দেয়নি।

সুরমা। না।

ভীম। পাখা কি পান কি আর কোন জিনিস আনতে কোথাও পাঠায়নি।

সুরমা। না।

ভীম। দেখ মিথ্যা বলে লাভ কি? সত্য বল।

সুরমা। দেব! আপনি মিথ্যা মনেহ ক'রেন। দেবী শুনলে কখনই সহ্য কর্তে পাববেন না। প্রাণত্যাগ করবেন। উষ্মথের কথায় সতীর মনে কষ্ট দিবেন না। দেবী কখনই অসত্য নন। মাতা যদি কলঙ্কিনী হ'ল তবে আর সতী কে?

ভীম। তুমি যাও তাকে পার্শ্বিয়ে দাওগে। (স্বগত) আমার বোধ হয় সুরমা সমুদায় জেনেও গোপন ক'র্ছে। তা না হ'লে মেয়ে মানষের মুখে এত স্পষ্ট উত্তর বেরত না।

(স্বর্ণলতা ও সুরমার প্রবেশ।)

স্বর্ণ। নাথ! অধিনীকে ডাকছেন।

ভীম। হা এই দিকে এস। বস।

স্বর্ণ। বলুন ?

ভীম। আমার দিকে চাও দেখি ?

স্বর্ণ। একি নূতন ভাব !

ভীম। সরমা এখান থেকে যাও। ছয়ারটা চেপে দাঁড়িয়ে থেক,
যদি কেহ আসে, ইঙ্গিত ক'র—যাও।

[সরমার প্রস্থান।]

স্বর্ণ। নাথ ! অধিনীর প্রতি সদয় হ'ন। আমাকে যাতনা দিবেন
না। আমার কোন অপরাধ নাই।

ভীম। তুমি কে ?

স্বর্ণ। সে কি নাথ, অধিনী আপনার দাসী। ধর্মপত্নী।

ভীম। তুমি শপথ করে বল আমার ধর্মপত্নী। সকল দেবতাকে
সাক্ষী করে বল তুমি আমার ধর্মপত্নী। সতী সান্বী সহধর্মিণী।

স্বর্ণ। দেবতারা জানেন আমি সতী।

ভীম। দেবতারা জানেন তুই অসতী।

স্বর্ণ। সে কি নাথ ! আমি অসতী ? আমার কপালে এই ছিল !

(ক্রন্দন)

ভীম। স্বর্ণলতা ! প্রার্থময়ি ! প্রিয়তমে ! চুপ কর। আমি বড়
দুরাচার, তাই তোমার প্রতি কলঙ্ক আরোপ করেছি।

স্বর্ণ। নাথ, আপনি কীদেমন কেন ? আমি সব সঙ্ক ক'র্ত্তে পারি
আপনার বিষয় ভাব যে আমার সঙ্ক হয় না। এ স্নান মুখ দেখে
যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্ছে। পিতা ক'র্মচ্যুত ক'রেছেন মনে করে
কি আমার উপর ক্রোধ হল ? আমি আপনার জঘ্ন তাঁর স্বাক্ষাবস্থায়
তাকে পরিত্যাগ ক'রে এসেছি। আপনাকে ঘৃণা করেছেন ব'লে
তাকে ত্যাগ ক'রে এসেছি। আমি যে আপনাকে বই আর জানিনা
নাথ।

ভীম। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে পারি। তপ্ত অঙ্গার
মস্তকে বহন ক'র্ত্তে পারি, কিন্তু স্বর্ণলতার কাতর বাক্য আমার সঙ্ক হয় না

হৃদয় অগীর হয়ে উঠলো আর মনোবেগ সঘরণ কতে পারিনা।
স্বর্গলতা! ভীমসিংহের প্রাণপ্রিয়ে! আমায় ক্ষমা কর।

স্বর্গ। নাথ আপনার পায়ে পড়ি, আর আমাকে সন্দেহ কর্কেঁন না। (চরণ ধারণ পূর্বক রোদন)

ভীম। প্রিয়ে উঠ উঠ আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আর কেঁদনা।
(চুশন করিয়া) বল প্রিয়ে আর একবার বল—তুমি আমা ভিন্ন আব
কাহারও নও। আমার চিত্ত বিমোহিনী, একবার বল তুমি অবিশ্বাসিনী
নও।

স্বর্গ। নাথ! কেন আমায় অবিশ্বাস করেন। বলুন নাথ আমি
কবে আপনাকে অভক্তি করৈছি।

ভীম। এ স্বর্গফলক কি বেষ্টা নামাঙ্কিত হবার জন্তই সংগঠিত
হয়েছিল। না—তবে আমার অঙ্গুরীয় গেল কোথা? আমি কি মূর্থ,
স্বর্গলতাকে দেখে সব ভুলে গেছি; কি আশ্চর্য্য!

স্বর্গ। নাথ আমি কি করৈছি যে আমার উপব রাগ কর্লেঁন?

ভীম। দুশ্চারিনী কি করৈছিন্ জানিন্ না? পাপ কখন মনের
অগোচর থাকে? তুই অসতী।

স্বর্গ। হা নাথ! কেন আপনি এমন হলেন। আমি শপথ করে
বল্ছি, এক মুহূর্তের জন্তেও পাপচিন্তা আমার মনে স্থান পায়নি।

ভীম। তবে তুমি অসতী নও।

স্বর্গ। না নাথ কখনই না। মাগো! আর যে সফল হয় না, লও মা
তোমার স্বর্গলতাকে কোলে লও। আর আমার জীবনে সুখ কি?
তোমার কাছে গিয়ে প্রাণ জুড়াই। মাগো আমি অভাগিনী পাপিনী,
পিতার মনে কষ্ট দিয়েছি।

ভীম। বিধাতা কেন এ সূক্ষ্মর চিত্রে কদম্ব কালিমা অর্পণ কলে?
কেন এ বন-শোভিনী স্বর্গলতাকে বিষময়ী করে স্বজন কলে? অভাগা
ভীমসিংহের কি পরিণামে এই হল? কি করেছে জানেনা, অঁা দ্বিচারিনী
কি করেছে জানেনা। উঃ! গগণে চন্দ্রমা আর উদয় হবেনা; পবন
আর প্রবাহিত হবেনা; পাপীস্রির কার্য্য শূন্যে তাঁদেরও লজ্জা

হয়েছে। হা পিক্, তবে ভীমসিংহ কেমন কবে বধবে? পাণ্ডিয়ার! কলঙ্কিনী।

স্বর্ণ। নাথ! অধিনীকে অগ্রায় তিরস্কার করছেন। অ মার বোন অপরাধ নাই।

ভীম। তবে কি তুই কলঙ্কিনী নস্?

স্বর্ণ। ধর্ম জানেন আমি এক মুহূর্তও আপনার প্রতি অবিশ্বাসিনী নই।

ভীম। তবে তুমি অসতী নও?

স্বর্ণ। না কখনই না।

ভীম। এও কি হতে পারে? আমি নিশ্চয় বলছি তুই অসতী।

স্বর্ণ। মাগো নাও মা, স্বর্ণলতাকে ডেকে নাও, আর প্রাণ বাঁচেন। আমি তোমার কোলে গিয়ে প্রাণ জুড়াই মা। আর আমার জীবনে সুখ কি? স্বামীর মুখে নিন্দা আব দয় হয় না মা।

ভীম। প্রিয়ে স্বর্ণলতা! প্রাণপ্রতিমে! আমার ক্ষমা কব। আমি তোমায় আনন্দ-বাজাব-বাদিনী দ্বিতীয় নরকের দ্বার স্বরূপ--বাব-বিলাসিনী বলে মনে ক'বেছিলান্। অত্যাণা ভীমসিংহের কুলটা অসতী পত্নী বলে মনে করেছিলান্, তাই এত তিরস্কার ক'রেছি আমার ক্ষমা কব। আনাব অপরাধ মার্জনা কব।

(সন্ন্যাস প্রবেশ ।)

সরমে তুমি কেন এখানে? যাই এখন যাই।

[প্রস্থান ।

সরমা। প্রভু এমন হলেন কেন? কিছুইত বুঝতে পাচ্ছি না, দেবি কি ক'বছ।

স্বর্ণ। স্বপ্ন দেখছি।

সরমা। প্রভু কি হ'য়েছে?

স্বর্ণ। ক'ব কি হয়েছে?

সরমা। প্রভব।

স্বর্ণ। কে তোমার প্রভু ?

সরমা। যিনি তোমার প্রভু।

স্বর্ণ। আমার ? আমার প্রভু নাই। আর কথা কইতে পাবিনা,
গাজ কামাই আমার কথা। সখি !—

(ভৈরবের প্রবেশ।)

ভৈরব। দেবি কি আমাকে ডাকছেন ?

স্বর্ণ। ভৈরব ! আমি অবলা, তিনি আমার সঙ্গে এমন নির্দয় ব্যব-
হাব কবেন কেন।

ভৈরব। কি হয়েছে কি ? আপনি এমন কথা বলছেন কেন ?

সরমা। সেনাপতি আজ দেবিকে যা ইচ্ছা তাই বলে তিরস্কার
ক'রেছেন। অনেক লাঞ্ছনা করেছেন, সতী বলেই সকল সন্মত কল্লেন।

ভৈরব। দেবি !

স্বর্ণ। আর কেন আমাকে দেবি বলে ডাক ?

সরমা। পথের ভিখারিনিও সে কথা সন্মত ক'রতে পারেন। তা
দেবির অভিমান না হবে কেন ?

ভৈরব। কেন তিনি এমন তিরস্কার কল্লেন ?

স্বর্ণ। কিছুই জানিনা। জানে ত কোন অপরাধই করিনি।
অভাগিনীর কপাল দোষেই তিনি আমার বাম হ'য়েছেন।

ভৈরব। দেবি ক্রন্দন ক'রবেন না চুপ ককন, এ প্রকার ক্রন্দন
ক'রলে তাঁর অকলাণ হবে।

সরমা। কলকিনি নাম পাবার জন্তেই, অবিশ্বাসিনী হবাব জন্তেই
কি এত রূপবান্ বব ত্যাগ ক'বে সেনাপতিকে বরণ কল্লেন। হায় হায়
এতে কাব না কান্না পায় ?

স্বর্ণ। আমার কপাল মন্দ বলেই এমন হলেন তাঁর দোষকি বল ?

ভৈরব। বোধ করি কেউ কিছু লাগিয়ে থাকবে।

স্বর্ণ। জগদীশ্বর জানেন।

সরমা। কোন হতভাগা দুষ্কথ আমার সীতাব বনাম্ দেখতে

চায়। কার ক্রুর মনে এমন পাপ আছে। আমি নিশ্চয় বলছি, তার সৰ্ব্বনাশ হবেই হবে। সতীর মনে কষ্ট দিলে, তার তেরাতির সবেনা। নিৰ্ব্বংশ হবে, বংশে বাতী দিতে কেউ থাকবেনা—নিশ্চয়ই থাকবেনা।

ভৈরব। কে এমন শত্রু ছিল ?

সরমা। মিথ্যা ক'রে সতীর নামে লাগালে কি তার ভাল হবে, কখনই হবেনা। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমার শাপু লাগবেই লাগবে, ভিটে মাটি চাটি হবে, জ্বলে যাবে।

ভৈরব। আর মিথ্যা গাল দিয়ে কি হবে বল ?

স্বর্ণ। ভৈরব ! কেন তিনি অধিনীর প্রতি প্রতিকূল হলেন ! আমি এই দেবতাদের সাক্ষাতে বলছি যদি আমি একদিনের তরেও তাঁর প্রতি সন্দেহের কার্য্য ক'রে থাকি, তা হলে এই মহুর্ভেই যেন আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়। দেখ ভৈরব ! তিনি আমায় যুগা ককন্ ত্যাগ ককন্, আর যা ইচ্ছা তাই বলুন সকলই সহ্য কর্তে পারি। কিন্তু একথা যে আমার সহ্য হয় না।

ভৈরব। দেবি ! আপনি রোদন করবেন না। শান্ত হউন। বোধ করি অন্য কোন কারণে তাঁর মনে কষ্ট হয়ে থাকবে। তাই আপনার উপর বিরক্ত হয়েছেন। এখন তাঁর আগারের সময় উপস্থিত। আপনি তাঁর কাছে যান।

[স্বর্ণলতা ও সরমার প্রস্থান।

(শশীশেখরের প্রবেশ।)

শশি। বলি তাড়াতাড়ি যাচ্ছ কোথা এই কি তোমার বন্ধুতা ?

ভৈরব। ছিঃ ছিঃ অমন কথা বলনা, শত্রুতা কি দেখলে ?

শশি। তা বটে—ভায়া রোজ রোজ নতুন ফন্দি বার করে আমার কি সৰ্ব্বনাশটা না ক'লে। টাকা গুল সব নষ্ট করালে, এখন (কৰ্ণমর্দন) আর না।

ভৈরব। এখন যা বলি শুন।

শশি। অনেক শুনেছি আর না। আপনার বুদ্ধিতে ফকির হও-

য়াও ভাল, তা পরের বুদ্ধিতে রাজত্ব ও কিছু না। তুমি আমার সর্বনাশ করেছ।

ভৈরব। তুমি ভাই মিথ্যা আমার দোষ দিচ্ছ।

শশি। মিথ্যা বড় নয় সব সত্য। ভায়া “ধরে বেঁধে পিরীত, আর মেজে ঘসে রূপ” কখন হয়ে থাকে? বল। তুমি যে ছেঁড়া প্রেম জোড়া দিতে গেছে।

ভৈরব। বেস বেস আর কথায় কাজ নাই।

শশি। বড় বেস নয়। আমার কাছ থেকে যে সব গহনা গুল তাকে দেব বলে নিয়ে গেছ। আজ সেগুল থাকলে আমি কত শত স্বর্ণলতাকে অবন্তিপুরে বাড়ির বাঁদি করে রাখতেম্। তুমি বলেছ সে আমায় কত আশা ভবসা দিয়েছে, কৈ আমি তা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তা হলে আমি সে দিন তাকে দেবার জন্ত অমন এত টাকার এক ছড়ার মুক্তার মালা দিলেম, আর সে একগাছা গাঁদাকুলের মালা দিয়ে আমার মান রাখলে না। ভায়া তোমার চাতুরি সব বোকা গেছে। হাত দিয়ে আর চাঁদ ঢাকা যায় না, এখন আঁধার গেছে সব প্রকাশ হয়েছে।

ভৈরব। বেস ভাই আমি তোমাদের কথায় থাকব না।



তৃতীয় দৃশ্য।

ভূগঙ্গ একটি গৃহ।

(ভীমসিংহ, বিশ্বম্ভর, স্বর্ণলতা ও সরমার প্রবেশ।)

বিশ্ব। আর অনর্থক কষ্ট স্বীকারের আবশ্যক নাই।

ভীম। সে কি মহাশয় কষ্ট আবার কি?

বিশ্ব। বৎসে তবে এখন আমি।

স্বর্ণ। আনন্দ প্রণাম হই।

ভীম। এই দিকে দে আসুন স্বর্ণলতা

স্বর্ণ। নাথ কি বলছেন?

ভীম। যাও এখন শয়ন করগে, আমি শীঘ্রই আসছি। সকলকে বিদায় দিয়ে একাকিনী থেক।

| প্রস্থান।

স্বর্ণ। আচ্ছা।

সরমা। আগেকার অপেক্ষা এখনত অনেক ভাল দেখছি।

স্বর্ণ। তোমার বিদায় দিয়ে আমার শুতে বলেছেন, যাই শুইগে।

সরমা। আমাকে বিদায়, সেকি?

স্বর্ণ। তাঁর আদেশ আমাদের অবশ্যই পালন কর্তে হবে তুমি এখন যাও তিনি শীঘ্রই ফিরে আসবেন।

সরমা। তিনি যেন এখন না আসেন।

স্বর্ণ। কেন সখি এমন কথা বলে। তাঁকে আমি প্রাণের সহিত ভাল বাসি তাঁকে না দেখে আমি স্থির থাকিতে পারিনা—সরমে তাঁর কথায় কি বিরক্ত হওয়া উচিত, না অভিমান করা ভাল দেখায়, তাঁর মুখ প্রসন্ন দেখলে আমার কিছু মাত্র দুঃখ থাকেনা, সব ভুলে যাই। তবে আমি কেন বিরক্ত হব।

সরমা। (লজ্জাবনত মুখে) আজ যে চাদর খানা বিছানার পাতে ব'লেছিলে, সেই খানাই পেতেছি।

স্বর্ণ। সকল চাদরই সমান ভ্রমবশতঃই তোমাকে বিবাহদিনের মে চাদর খানা পাতে বলেছিলাম। দেখ সরমে যদি তোমাব সামনে আমাব মৃত্যু হয় তা হলে সেই চাদর খানা আমার গায়ে ঢাকা দিও, ভুলনা।

সরমা। বালাই আর কি অমন কথা বলনা, আমার আগে মরণ হ'ক।

স্বর্ণ। সরমে তোমার মনে হয় আমাদের মোহিনী বলে একজন দাসী ছিল। আমাদেরই সেখানকার একজন বণিকের সঙ্গে তার প্রণয় হয়, কিন্তু সে আর মোহিনীকে দেখতে পারত না, ঘৃণা করত,

মোহিনী মরবার সময় তাকে মনে করে একটা খেদ গান গেয়েছিল,
আজ সে গান আমার মনে বাব বার উদয় হচ্ছে। সখি আমিও
মোহিনীর সেই গানটী গাই। তুমি আমার ওড়না খানা তুলে রাখ।

সবমা। দেও রাখি। কই গাওনা, আমার শুনতে বড় ইচ্ছা
হ'চ্ছে।

স্বর্ণ।

গীত।

বমুনার কাল জল কল কল চলিছে

তীরে তরুণুলে বসি অভাগিনী কাঁদিছে

মর মনে হয় না, তুলে গেলেম। ও কিসের শব্দ? কে আগুছে?

সবমা। ও কিছু নয়, বাতাস।

স্বর্ণ।

(গীত) শেষভাগ।

নহেরে নিদয় কালা, নিজ দোষে সহি জালা,

কাঁদানু কাঁদিরে তাই, ঘন ঘন বলিছে।

এখন এস আমার চোক জড়িয়ে আসছে, শুইগে। সখি! আজ আমার
প্রাণটা এমন হু হু করছে কেন বল দেখি?

সবমা। ও কিছু নয়, তুমি শোওগে, ভেবেই অমন হয়েছে।
(স্বর্ণ) এমন সতীর প্রতি কি পতি হ'য়ে এত অত্যাচার কর্তে আছে।
দাছ! স্বর্ণলতা সবলা, কিছুই জানেনা, তাই এখনও তার সঙ্গে মিথ্যাকাপ
করে। পুরুষ জাতির মন কি কঠিন।

স্বর্ণ। সখি বাও শোওগে আমার সম আসছে।

সবমা। তবে যাই।

| প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

রাজপথ ।

(শশীশেখর ও ভৈরবের প্রবেশ ।)

ভৈরব । ওখানে ঐ ঝোপের আড়ালে চুপটি করে দাঁড়াও, বেশ করে কাপড়টা এই বেলা এঁটে নাও, কিছু ভয় নাই, আমি তোমার কাছেই আছি । দেখ পেছিওনা ।

শশি । তুমি আমার কাছে থেক, আমার কেমন ভয় ক'রছে ।

ভৈরব । সে কিহে ভয় কি ? আমি তোমার কাছেই আছি দেখ যেন সব কাজ ফাঁস ক'রনা । তলওয়ার খানা বেস করে মৃটো কবে দর ।

শশি । আমার একাজ ক'রতে ইচ্ছা নাই, তবু কেমন ওর কথা কাটাতে পারিনে, যা বলে তাই বিশ্বাস যাই । যাক আজ দেখছি একটা লোকের প্রাণ গেল, ভৈরব কোথা গেলে ?

ভৈরব । এই যে ।

শশি । না বলি কাছে থেক যেন পালিওনা ।

ভৈরব । না তোমার ভয় নাই । (স্বগত) এরত সর্কস্বই ভুগিয়ে নিয়েছি এখন আমার উপর বড় চটেছে । তা চটুক আজ যদি বাঁচে তবে আমার সর্কনাশ । তা আজ ওর শেষ দিন, চন্দ্রনাথকে ও মারবে কি, চন্দ্রনাথই ওকে মেবে ফেলবে, আমার গলার কাঁটা নেবে যাবে । আর যদিই চন্দ্রনাথকে বিনাশ করে তা হ'লেও আমার লাভ সামান্য নয় সে বেঁচে থাকলেই সব প্রকাশ হয়ে পড়বে তা হলেই মারা যাব ।

তা ভালই হয়েছে দুজনের যেই মরুক আমার লাভ সমান (প্রকণ্ঠে)
ঐ বুঝি আসছে হে ঐ।

শশি। হা সেই বটে। পাজি গেলি। (অগ্রসর হওন ও আঘাত-
তোড়ম)

চন্দ্র। কি তুই আমার চিনিম্না (আঘাত)

শশি। বাবাবে এই বারে গেলাম্, মলেম্, উঃ!

চন্দ্র। কে আছ আমার বাঁচাও এদিকে এস, ডাকাত ডাকাত,
মর্কনাশ ক'বলে চোঁকিদার, চোঁকিদার। খুন হয়েছে খুন, এদিকে এস।

(ভীমসিংহের প্রবেশ।)

ভীম। হুঁ সেই বটে। ভৈরব তাব কথা রেখেছে। পাজীকে
খুন কবেছে।

শশি। কেন আমার এমন দুর্দুর্ভিক্ষ হ'ল।

চন্দ্র। কে আছ এদিকে এস, আমার রক্ষা কব, বড় আঘাত পেয়েছি।

ভীম। ভৈরব ধন্য তোমার প্রভুভক্তি, ধন্য তোমার মস্তাব। তুমিই
আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছ, যথার্থ বাক্যেব কাজ কয়েছ। পাণ্ডুরঙ্গী
তোব চন্দ্রনাথ গেল তোকেও শীঘ্র নরকের দ্বাবে প্রেরণ ক'রব।
পিপাচী লম্পটকে যে শয্যার স্থান দিয়েছে, শীঘ্রই সে শয্যা তাব রক্তে
কলুষিত হবে।

। প্রস্থান।

শশি। কেউ এলনা, তবে কি এমনি করে রক্ত ক্ষয় হয়ে মরব
নাকি?

চন্দ্র। কি আশ্চর্য, এরাস্তায় কি লোক চলেনা। চোঁকিদার কি
এদিকে নাই? চোঁকিদার চোঁকিদার, খুন হয়েছে খুন, ডাকাত ডাকাত।

(অনেক নাগরিক ও বিশ্বম্ভরের প্রবেশ।)

নাগ। মশাই বোধ করি কোন পণিককে দস্যবা আক্রমণ কবেছে।
ঐ শুনুন চিৎকার ক'রছে।

ভৈরব। আমুন আমরা আপনাকে ধরে নিয়ে বাই। ধীরে ধীরে
যেতে পারবেন।

চন্দ্র। চল।

| প্রস্থান।

— ৫৫ —

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ভীমসিংহের শয়নঘর।

স্বর্ণলতা নির্দ্রিতা।

দীপ প্রজ্বলিত।

(ভীমসিংহের প্রবেশ।)

ভীম। (স্বগতঃ) এই জেয়েই—এই জেয়েই পবিত্র নক্ষত্র মণ্ডিত।
তামসী নিশি গম্ভীর স্থির। পাণ্ডুরসীর দণ্ড দেখাব নিমিত্তই—স্থির
—নিশ্চল। না—আমি তাকে বিনাশ করতে পাবনা। উঃ কমলেক
কোমল অঙ্গে কেমন করে কটক বিদ্ধ করব? কি অমতী জীবিতা
থাকবে? বিশ্বাসঘাতিনী কলঙ্কিনী জীবিতা থেকে জগৎকে কলুষিত
করবে। না—তা কখনই হবে না। আগে এই প্রদীপ নির্বাণ করি—
পরে শু দীপ নির্বাণ করবো। এ দীপ একবার নির্বাণ হলে আবার
জ্বলতে পাব, কিন্তু হৃদয়ের প্রদীপ যে নির্বাণ হলে আর জ্বলবে না।
চিরদিনের মত নির্বাণ হবে—কিছুতেই জ্বলবে না। জীবন গেলে আর
ফেরেনা। দীপ নির্বাণ করি কিন্তু জানি না আবার কেমন করে জ্বলবে।
কমল তুলে কি আর জোড়া যায়? আর কি তার সৌন্দর্য থাকে?
মৃণালেই কমলের আশ্বাদন করি (চুম্বন) কি মনোহর, কি মধুর, তাপিত
হৃদয় শীতল হল, সব যন্ত্রণা দূরে গেল, লোঁহময় তরবারি দ্রবীভূত
হল। আবার! আবার! আর একটা! স্বর্ণলতা! জীবন্ময়ী! মৃত্যুবস্থায়

এমনি থেক, আমি তোমায় হত্যা করে আবার ভাল বাস্ব। আবার একটা! এই শেষ জনমের মত শেষ। আর একমল সন্তোষ করতে পাবনা। উঃ! আব যে হৃদয় স্থির থাকেনা, চক্ষের জল যে আর সম্বরণ কবতে পারিনা। জগদীশ কেন আমার মন এত অস্থির হল। (রোদন)

স্বর্ণ। আর্থাপুত্র?

ভীম। (কক্ষস্বরে) হাঁ আমি।

স্বর্ণ। আপনি শয়ন কববেন না।

ভীম। আমি তোকে বিনাশ কব্বো।

স্বর্ণ। মেকি নাথ?

ভীম। হুঁ।

স্বর্ণ। মা ভবানী আমার রক্ষা কব।

ভীম। জগদীশ তোমায় রক্ষা ককন।

স্বর্ণ। তবে কি আপনি আমার বিনাশ কববেন না।

ভীম। হুঁ।

স্বর্ণ। নাথ আপনার চোখ দেখে ভয় ক'রছে। জানিনা অধিনী শ্রীচরণে কি দোষে অপরাধিনী।

ভীম। আপনার পাপ স্রবণ কব।

স্বর্ণ। কৈ নাথ, আমি ত কোন দোষই করিনি। কিছুই জানিনা, তবে কি আপনাকে ভাল বাসাই আমার পাপ হল।

ভীম। হুঁ চুপ কব।

স্বর্ণ। কেন নাথ?

ভীম। আমার সে আংটা চন্দ্রনাথকে দিয়েছি।

স্বর্ণ। না কখনই না, তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা ককন।

ভীম। মৃত্যু শয্যায় শুয়ে কেন আর মিথ্যা বলে পাপ সঞ্চয় করিস্। দোষ স্বীকার কব কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবিনা। আমি আজ নিশ্চয়ই তোকে বিনাশ কব্বো।

স্বর্ণ। তবে কি এখনি আমার হত্যা করবেন?

ভীম। এই নড়েই।

স্বর্ণ। নাথ আমি তাঁরে আংচী দিই নাই। আপনি আমার কথায়
অবিশ্বাস ক'রবেন না।

ভীম। আমি স্বচক্ষে তাঁর হস্তে আমার আংচী দেখেছি। তুই
মিথ্যাবাদিনী।

স্বর্ণ। অত্ন কোন উপায়ে পেয়ে থাকবে; আমি তাকে দিই নাই।
আপনি তাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন।

ভীম। সে নিজ মুখে বলেছে।

স্বর্ণ। ~ কি বলেছে নাথ ?

ভীম। তুই অসতী।

স্বর্ণ। আমি অসতী, মিথ্যা।

ভীম। সত্য।

স্বর্ণ। সে কখন এমন কথা বলবেনা।

ভীম। না আর বলবেনা। পাপাত্ম্য প্রাণ বিনাশ হয়েছে।

স্বর্ণ। ছায় সাধু হয়েও তাঁর প্রাণ গেল। সতী হবেও আমা?
কলঙ্ক হল। আর যে সহ্য হয় না, মাগো। (রোদন)

ভীম। কি পাপীয়সী আমারি সামনে তাঁর জন্তে রোদন ?

স্বর্ণ। নাথ আমায় বিনাশ করবেন না; বনবাস দিন।

ভীম। না তা হবেনা, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, স্বহস্তে তাঁর প্রাণ
বিনাশ ক'রবো।

স্বর্ণ। তবে কাল আমার বিনাশ ক'রবেন, আজকের জন্ত ক্ষমা
করুন।

ভীম। না, এই দণ্ডেই। তুই যদি পলায়ন করিস্।

স্বর্ণ। তবে দুই দণ্ড আমার জীবন ভিক্ষা দিন, আমি মঙ্গলার কাছে
আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করি।

ভীম। আর এক মুহূর্ত্তও না; অনেক হয়েছে।

স্বর্ণ। আমি একবার জন্মের মত—

ভীম। আর বিলম্ব নয় (আঘাত)

সরমা। (নেপথ্যে) দেব প্রভু দ্বার খুলুন সর্বনাশ হয়েছে।

ভীম। একি? কিসেব শব্দ? এখনও শেষ হয়নি? আমি কি নির্দয়। কেও? কেও?

(নেপথ্যে সরমা) আপনাকে একটা কথা বলব।

ভীম। হুঁ, সরমা চন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ এনেছে—দ্বাব খুলে দিই—স্বর্ণলতার সঙ্গে কথা কবে—স্বর্ণলতা কে?—আমাব স্ত্রী।—আমাব আবার স্ত্রী কে?—আমাব স্ত্রী নাই—স্বর্ণলতা জীবিত! নাই। উঃ!

সরমা। (নেপথ্যে)।—দেব! আমাব কথা শুনুন, দ্বাব খুলে দিন।

ভীম। তাইত সবম। এসেছে। (দ্বাব উন্মোচন) কেন কি হয়েছে?

সরমা। ভয়ানক হত্যা হয়ে গেছে।

ভীম। সে কি?

সরমা। আমি শুনে এলেম, শব্দশেষপরকে চন্দ্রনাথ কেটে ফেলেছে।

ভীম। চন্দ্রনাথ এখনও বেঁচে আছে?

সরমা। চন্দ্রনাথ অস্বাস্থ্য পেয়েছে মাত্র, কোন ভয় নাই।

ভীম। পাজী এখনও বেঁচে আছে, আঁ?

স্বর্ণ। সাধু চন্দ্রনাথ নির্দোষী, উঃ।

সরমা। কাঁদে কে?

ভীম। কৈ কোথা?

সরমা। এই যে সর্বনাশ হয়েছে। কে এমন কাজ করলে। দেবি! প্রাণসখি! আবার একটা কথা কও, তোমাব সবম। এসেছে।

স্বর্ণ। সখি সরমে, জন্মের মত চক্ষেম।

সরমা। হায় কে এমন কাজ করলে, সখি।

স্বর্ণ। কেউ না আমিই ক'বেছি। সবমে বিদায় হই। আত্মপুত্রকে বাঁচো—দাসী—সতী—(মৃত্যু)

ভীম। কে হত্যা করলে?

সরমা। কি জানি।

ভীম। তুমি শুনেছ আমি হত্যা করিনি।

সরমা। দেবীও ব'লে ন।

ভীম। মিথ্যাবাদিনী নরকে গমন ক'রেছে, আমিই তাকে হত্যা ক'বেছি।

সরমা। স্বর্গেও অগ্নিবী স্বর্গে গেছেন।

ভীম। সে দুষ্ট।

সরমা। কি দেবী অসতী?

ভীম। অসতী না হলে আমি কখনই তাকে হত্যা ক'তাম না। পৃথিবীর সমস্ত ধন সম্পত্তি পোলেও আমি স্বর্গলতাকে তাগ ক'তাম না।

সরমা। কে বলেছে দেবী অসতী?

ভীম। তোমার স্বামী-ভৈরব।

সরমা। সে মিথ্যাবাদী সে যদি সতীর নামে এমন কলঙ্ক দিয়ে থাকে, হাতে তার প্রতিকূল পাবে। নরবেব আগুন দ্বিগুণ হয়ে তাকে দগ্ধ ক'বেবে।

ভীম। আঁঃ।

সরমা। তোমারও সেই গতি, নরকেও তোমার স্থান হবে না।

ভীম। সবমে চুপ কব।

সরমা। কেন, আর আমার তোমাকে ভয় কি? তুমি আমার বিপক্ষ। আমি তোমার তলোয়ারকে ভয় করিনি। তোমার দণ্ড হবেই। এরা এরা শাস্তি পাবেই পাবে। ওবে সর্বনাশ হয়েছে। খুন হয়েছে বে, খুন হয়েছে।

(ভৈরব, ধর্মদান, বিশ্বস্তর ও অপরা একজনের প্রবেশ।)

ধর্ম। কি হয়েছে? ব্যাপার কি?

সরমা। (ভৈরবের প্রতি) তুমি না কি বলেছ, স্বর্গলতা অসতী? তুমি কও, এখন চুপ ক'বে রইলে কেন?

ভৈরব। আমি যা মনে করছিলাম তাই বলেছি। আর সেনাপতি সমুদায় যে স্বচক্ষে দেখেছেন, বলতে হবে কেন?

সরমা। অসতী বলেছ?

ভৈরব। হাঁ বলেছি, তুমি অমন ক'বে চাঁচাচ্ছ কেন? এত লোকের সাম্নে একটু লজ্জা হয় না, যাও, আব কথা ক'ওনা।

সরমা। কি? আমি কথা কবনা? স্বর্ণলতাব প্রাণ গেল, আমি চূপ করে থাকব?

সকলে। কি সর্বনাশ!।।

সরমা। তোমাবই কথায় দেবিকে হ'লা ক'বেছে। তোমাব—

ভীম। সকলই মতা।

বিশ্ব। অঁ! অবশেষে এই ঘটলো।

পদ্ম। কি সর্বনাশ হলো।

সরমা। হাবঃ, স্বর্ণলতা প্রাণমগ্নি, আমাস ছেড়ে কোথায় গেলে? আমতি, তোমাব কপালে এই ছিল? তুমি পতিপ্রাণা হ'য়েও অমর্তী বলে দস্যুর হস্ত প্রাণ হাবালে।

ভৈরব। তুমি পাগল হলে নাকি? যাও, এখান থেকে যাও।

সরমা। না গো আমি যাবনা স্বর্ণলতাকে ছেড়ে আমি যেতে পারাবনা। আমাস অমন কথা বল'না। (হোদন)

ভীম। স্বর্ণলতা! প্রিয়ে! কোথা গেলে? হতভাগিকে ভুল'না।

সরমা। হাঁ, এখন ডাক্ ছেড়ে কাদ। বিনা দোলে মর্তীর প্রাণনষ্ট করেছে, এখন তাব শাস্তি পাও।

ভীম। খুড়! খুড়! এই তোমাব প্রাণমগ্ন স্বর্ণলতা এসেছে, আমিই তাকে বিনাশ ক'বেছি।

বিশ্ব। অঃ হতভাগিনি!

ভীম। খুড়! ভৈরব জানে স্বর্ণলতা অমর্তী, সে আমাব প্রদত্ত আংটি চন্দ্রনথকে দিয়েছিল। চন্দ্রনথ নিজ মুখে সব বাক্ত ক'বেছে।

সরমা। অঃ মগ্নি! অবশেষে এ'ই হল—এই হতভাগিনিই তোমাব মৃত্যুব কাণ্ড হ'ল।

ভৈরব। তো'বে দেখতে পা'ই বিড়ু মাত্র হাজ ন'ই চূপ ব'সে ক'বেছে কাদ'ই হ'বেনা।

সরমা। আমি আর যে চুপ করে থাকতে পারিনা আমার প্রাণ যে ফেটে যায় গো।

ভৈরব। (মুহূৰ্বে) আর গোলযোগ করে কি হবে? তোমার পায়ে পড়ি, আমার বাঁচাও, এ যাত্রায় আমার রক্ষা কর। (প্রকাশ্যে) যাও এখান থেকে যাও।

সরমা। না আমি যাবনা।

ভৈরব। কি আমার অবাধা, পাঁপিরসি, দুফেট। (আঘাতোত্তম)

ধর্ম। ছিঃ! ছিঃ! স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলনা।

সরমা। তুমি আমার মার বা কেটেই ফেল, আমি অব চুপ করে থাকব না। সে আংটা যে আমিই চুরি করে তোমায় দিয়েছিলাম ও কালামুখ, এই জন্তই আমার চুরি করতে বলেছিলে।

ভৈরব। তবে বে মিথ্যাবাদিনি।

সরমা। না গো আমি মিথ্যা বলিনি, সকলই সত্য, দুবাস্য তুমি আমার ছুঁ স্নেহ আমি তোর স্ত্রী নই।

[সরমাকে অদ্রাঘাত করিয়া ভৈরবের প্রস্থান।]

ভীম। আকাশে কি বজ্র নাই? এমন পাঁপিরসির মস্তকে পড়লো না। উঃ।

বিশ্ব। পাজী বেটা স্ত্রীহত্যা করে পালালো।

সরমা। ও সখি, আ আ (পতন ও মৃত্যু)।

ধর্ম। বেটা কি ভয়ানক লোক! আপনি সাবধান, দেখবেন যেন সেনাপতি কোথায় না যান, চলুন আমরা পাজীকে ধরে আনি, কোথায় পালাবে?

[প্রস্থান।]

ভীম। স্বর্ণলতা। উঃ।

ভীম। এ ঘরে আবে যে তলোয়ার ছিল, গেল কোথা? এই যে পোষাছি। খুড়-খুড়--পেয়েছি--এস--শোন--

বিশ্ব। কেন অস্থির হও, জীবন অমূল্য ধন, রক্ষা চেষ্টা করবে
—তোমার অস্ত্র নাই।

ভীম। তবে শোন।

বিশ্ব। কি বল।

ভীম। আমার হস্তে তলবারি থাকলে, আমি অনায়াসে তোমার
মত শত বীরের সম্মুখীন হতে পারি। কিন্তু গর্ভ, বীরত্ব, সকলই
অনিত্য। ভাগ্যের উপর কোন বীরজই খাটেনা। যা ঘটবে ঘটছে।
আমার অস্ত্র দেপে ভয় করনা, পলায়ন আমার উদ্দেশ্য নয়। প্রাণময়ী
স্বর্ণলতা স্বর্গে গেছে, আমি তার অনুগমন করব। কেউ আমায়
রাখতে পারবেনা। স্বর্ণলতা! প্রাণপ্রিয়ে! দাঁড়াও আমি তোমার সঙ্গে
যাব। না আমি স্বর্গের অনুপস্থিত, স্বর্গে আমার স্থান নয়। কোথাও
মান জানিনা। স্বর্গের দিবা জোৎস্নায় তুমি বিচার করছ। নরকের
মর্মীময় গাঢ় অন্ধকার আমার চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হচ্ছে। জগদীশ! রক্ষা
কর, ক্রীষাতক জল্লাদকে ক্ষমা কর। (তলবারি নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধ
চক্ষে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান)

(অপরাপর সকলের ভৈরবকে লইয়া প্রবেশ।)

বিশ্ব। পাজীকে আমার সামনে আন।

ভীম। হুঁ সেই বটে। —তুই নররূপী পিণ্ডাচ, তাকে বিনাশ করবে
কি হবে। (পদাঘাত)

ভৈরব। আপনারা আমায় বাঁচান। রক্ষা করুন।

বিশ্ব। ভাল ভীমসিংহ! তুমি এমন সুবিবেচক ও বিজ্ঞ হয়েও এ
শঠের চাতুরী কিছুই বুঝতে পারলেনা।

ধর্ম। এ পাজী আপনার দোষ কতক স্বীকার করেছে, ভাল
আপনি কি একে চন্দ্রনাথের প্রাণ বিনাশ করতে বলেছেন?

ভীম। হ্যাঁ বলেছি।

চন্দ্র। সেনাপতি! আমি ত আপনার চরণে কোন অপরাধ
করিনি।

ভীম। চন্দ্রনাথ আমাকে ক্ষমা কর, আমি ঘোর নরাদম বলেই তোমার বিপক্ষে এমন মন্তব্য করেছিলাম্। ঐ পিশাচকে জিজ্ঞাসা কর, কেন ও আমার এমন করে সর্বনাশ করলে।

ভৈরব। না আব আমি কথা কবনা।

দয়। ঙ্গনোষ কওয়াব, কবেনা ? (পদাঘাত)

চন্দ্র। ইস্ট দেবতার নাম নিবিনে ?

ভীম। ভাল চন্দ্রনাথ তুমি আমার আংটি পেলে কেমন করে ?

চন্দ্র। পাজী স্বীকার করেছে ঐ সে আংটি আমার ঘরে বেধে এসেছিল।

ভীম। উঃ!

বিদ্য। ওব দশু বিধানের জন্ত নূতন শুলের সৃষ্টি করতে হ'ল। ব্যাটা'ব যেমন চাতুরী তেমনি দশু দিতে হবে। সাঁড়াশী দিয়ে ওর জীব টেনে বাব কবতে হবে। বৎস। তোমাকে এখন এখানে কিছুদিন বন্দী ভাবে থাকতে হবে। আমি অতুই অবন্তি যাত্রা করে শীঘ্রই মহারাজের কাছে এ দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করব।

ভীম। বলবেন, ইতভাগা ভীমসিংহ শাঠ্য চাতুরীতে পতিপ্রাণ। মতীর প্রাণ বিনাশ করেছে। প্রেম-বিন্দুযেব বশীভূত হ'য়ে প্রাণসমা প্রণয়িনীকে হত্যা কবেছে,—কাল ভুজঙ্গ জমে অঙ্গ হ'য়ে, বণ্টস্থিত মণিমাল্য ছিন্ন ক'বেছে। তা'ব মত নবাসদম আর জগতে নাই। মহারাজকে আরো বলবেন, যে পাপাত্মা ভীমসিংহকে তিনি এত ভাল বাসতেন,—যার রণপাণ্ডিত্যেব এত প্রশংসা ক'বতেন—সে তাঁ'ব চরণে প্রণাম কবেই আপনার জীবনের শেষ ক'লে। (স্বহস্তে কণ্ঠচ্ছেদ)

সকলে। কি সর্বনাশ!!!

ভীম। অগলতা—প্রিয়ে—তোমায় হত্যা করবার পূর্বেও চুষন করেছি, চুষনেই এ প্রাণ ত্যাগ করলেম্। (মৃত্যু)

চন্দ্র। পূর্বেই এ শঙ্কা ক'বেছিলাম্।

দয়। ওখানে তলবাব ছিল। তা দেখিনি।

বিদ্য। বে প্রাণ-কুলাধম্ হৃৎস-নরপিশাচ, তোর যদি চক্ষু

থাকে, তবে চেয়ে দেখ্ কি সর্বনাশ করিল। এ ছত্ৰা কাণ্ড দেখিলে
পাষণ ও সব হয়। চন্দ্রনাথ! এ পাণ্ডিত্য ব দণ্ড বিধানের ভাব
তোমাবই উপর রইলো। আমি অবহি বস্ত্র ক'র অ'র এখানে
থাকতে পারিনা। উঃ।

যবনিকা পতন।

— — — — —

সমাপ্ত।

| | | | |
|------------------------|---|-------|-----|
| আনন্দ কানন [রূপক] | শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী প্রণীত | মূল্য | ১/০ |
| কুলীনকন্যা [নাটক] | ঐ | ঐ | ১/০ |
| নন্দবংশোচ্ছেদ [নাটক] | ঐ (দ্বিতীয় সংস্করণ) | ঐ | ১/০ |
| ভারতমাতা [রূপক] | শ্রীকিরণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত | ঐ | ১/০ |
| ভারতে যবন [রূপক] | ঐ | ঐ | ১/০ |
| মতী কি কলঙ্কিনী [রাসক] | শ্রীনগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত | ঐ | ১/০ |
| পারিজাত হরণ [রাসক] | শীত প্রকাশিত হইবে। | | |

উপরোক্ত সমস্ত পুস্তক পটলডাঙ্গা কেনিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যাইবে।

THE People's Friend Press

43, CHUNAM GULLY,

UNDERTAKES EVERY DESCRIPTION

OF

PLAIN OR ORNAMENTAL PRINTING

IN THE BEST STYLE

AND

AT MODERATE RATES.

Particulars regarding the rates may be had on application to

RASH BEHARY DHUR

Manager